হে যুবক

আজ তবে ফেরা হোক নীড়ে

শাইখ সালমান বিন ফাহাদ আল আওদা

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
অনূদিত

Contents

[শুরু করছি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে]

Contents

ড. সালমান বিন ফাহাদ আল-আওদাহ

[আজ তবে ফেরা হোক নীড়ে]

অনুবাদ

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

অর্পণ

নববী আদর্শের আলোকে
নিজেকে পরিবর্তণ করতে আগ্রহী
সাহসী যুবকদের উদ্দেশ্যে...

সূচির পাতা

অনুবাদকের কথা

তারুণ্য। শিহরণজাগানিয়া একটি শব্দ। তারুণ্য শব্দটা দেখলেই মনে হয়– সজীব পেলবতায় মাখা। তাই সদা তারুণ্যের জয়গান। তারুণ্যের দ্বারা হয় না এমন কাজ নেই। তাই এখন তারুণ্যের সময়। প্রতিটি প্রাইভেট সেক্টর থেকে শুরু করে যে কোনো সেক্টরে আগে বেছে নেয় তরুণদের। কারণ, তরুণদের দ্বারা সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব। ইতিহাসে যতো মহান কাজ হয়েছে– তার সবগুলোই যুবসমাজের হাত ধরে হয়েছে। প্রতিটি উত্থানের নেপথ্যে যুবসমাজের অনস্বীকার্য অবদান ইতিহাসের পাঠকমাত্র জানেন।

কিন্তু আফসোস! সেই মুসলিম যুবসমাজ আজ নিজেদের পরিচয় ভুলতে বসেছে। ভুলতে বসেছে নিজেদের ইতিহাস। আজ তারা নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাদের সমস্যাগুলো কী কী? তা থেকে উত্তরণের উপায় কী? সে বিষয়গুলোই ড. সালমান বিন ফাহাদ আল-আওদাহ তুলে ধরেছেন বেশ ঋজু বর্ণনাভঙ্গিতে। প্রাঞ্জল ভাষায়। তাঁর শব্দ যেমন সুচয়িত গাঁথুনি তেমন মজবুত। তাঁর বই পড়তে শুরু করলে অলক্ষ্যে মন মিশে যায় লেখার ছন্দে। সময় দ্রুত শরীর গুটিয়ে নেয়। আলোচনার ঢং অনেকটা তাবলীগ জামাতের 'খুসূসী গাশত'-এর মতো।

একজন দরদী অভিভাবকের সুরেই তিনি জাগাতে চেষ্টা করেছেন টিনএজারদের। বইটির বিষয়বস্তু তো আমাদের কাছে স্পষ্ট। আমি বরং ড. সালমানের কিঞ্চিত পরিচয় তুলে ধরবো পাঠকের সামনে। ড. সালমান আল আওদাহ ১৯৫৫ সালে সৌদি আরবের বুরাইদা শহরের নিকটবরতী আল-বাসর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হন। দুই বছর পড়াশোনার পর তিনি ভর্তি হন শরীয়াহ ফ্যাকাল্টিতে। এখান থেকে ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি আল-কাসিমে ফিরে যান এবং বুরাইদার

একাডেমিক ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ ও উসূলুদ্দীনের ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার পাশাপাশি লেকচারারের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি শাইখ আব্দুল অযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবনে বায, শাইখ মুহাম্মদ ইবনে উসাইমীন, আব্দুল্লাহ আব্দুল রহমান জিবরীন প্রমুখ শাইখের অধীনে অধ্যয়ন করেন।

২০০৩ সালে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পঞ্চাশ এর অধিক বই লিখেছেন। তিনি Islam Today ওয়েবসাইটের আরবী সংস্করণ পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত বক্তব্য দিয়ে থাকেন।

যাই হোক– এমন এক মহান দায়ী আলেমের লেখনীর ভাব-ধার ও উপমার সরল সাযুজ্যভরা গল্পের স্বাদের মনোহর কথা কি অনুবাদে যথাযথ তুলে ধরা যায়? তারপরও চেষ্টা করেছি অনুবাদ যথাসাধ্য সাবলীল ও সরল রাখার। ছাড়া বাংলাভাষী পাঠকদের মন-মনন ও পাঠরুচিকে সামনে রেখে য়োজনীয় অংশে সংযোজন বা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছি। এদিকে মানুষ তা তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এতে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুল-ভ্রান্তি, অসামঞ্জস্যতা, অসংলগ্নতা, বাতুলতা, বাক্য বা শব্দপ্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। এগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি। গ্রন্থটির উপকারিতা ব্যাপক হোক এবং এর সৌরভ মোহিত করুক সবাইকে– এ প্রত্যাশায় ...

–কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
৭ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

চিরন্তর প্রেম! কেন... কার সাথে...

আমার প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! এই গ্রন্থের মাধ্যমে আপনার সাথে হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রতকারী কিছু কথা বলার সুযোগ পেলাম। এতে আমি ভীষণ আপ্লুত। আনন্দিত। এ জন্য মহামহিম প্রভু আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া। যিনি আমাকে ঈমান ও ইসলামের খাতিরে আপনার সাথে এক চিরন্তর অবিনাসী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন।

প্রিয় ভাই! আমি প্রথমে এই লেখ্য সাক্ষাতের মাধ্যমে আপনার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্কের সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে চাই। মূলতঃ এ লক্ষ্যেই আমি লিখতে বসেছি– যাতে করে আমার-আপনার মাঝে শুরু হতে পারে চিন্তা-চেতনা, বোধ-মনন ও ভাব-ভাবনা বিনিময়ের ধারাবাহিকতা। হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশে আমি স্বীয় দীনি বিষয়াদি এবং সমস্যা-সম্ভাবনাগুলো আপনার সাথে বিনিময় করার প্রয়াস পাবো। আপনি কি অন্তর থেকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে দীনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত লোকদের সাথে গভীর সম্পর্ক রক্ষা করার অদম্য আগ্রহ লালন করেন? তার কাছ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা পাবার প্রত্যাশা আছে আপনার? আমার দৃঢ় বিশ্বাস– ইসলামী চেতনায় বলিয়ান আমার তরুণ মুসলিম ভাইদের বুক এ আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত। আমি আরও বিশ্বাস করি– কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিকে সামনে রেখে আপনাকে যে কাজে আহ্বান করা হবে বা দিকনির্দেশনা দেয়া হবে– তাতে আপনি অবশ্যই সাড়া দেবেন।

প্রিয় ভাই! আপনি কি কখনো মুআয্যিনের আযানের ডাক শুনেছেন?
তার সেই ডাকের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছেন?
কেনো বারবার বলা হয়, الله اكبر 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো'!

প্রিয় ভাই! আপনি কি আপনার অন্তরকে ওই ঐশী আলোকপ্রভা দ্বারা আলোকিত করেছেন? আসুন! আপনাকে আমি ওই চিরন্তর আলোর পথে নিয়ে যাই। আসুন! ওখানে চলুন– যেখানে সকাল-সন্ধ্যা একজন আহ্বানকারী বারবার ডেকে যায় الله اكبر 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো'!

সৎ ও অসৎ তরুণ সমান নয়

সম্মানিত ভাই! ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, জাতিসত্তা ও সমাজব্যবস্থার দৃষ্টিকোণে তরুণ দুই প্রকার। যাদের মধ্যে রয়েছে স্পষ্ট ব্যবধান। প্রথমতঃ ওই তরুণ– যার জীবনের অভীষ্ঠ লক্ষ্য থাকে ধন-সম্পদ, মাদক, অবাধ যৌনসম্ভোগ ও খ্যাতিলাভ।

দ্বিতীয়তঃ ওই তরুণ– যে তার জীবনের আরাধ্য লক্ষ্য হিসেবে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে যাবতীয় ত্যাগ-তিতীক্ষা বরদাশত করতে প্রস্তুত। একজন আলেম বা মুবাল্লিগ হিসেবে তৈরি হয়ে সমাজ সংস্কার ও আত্মশুদ্ধির কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আগ্রহী। একজন গাজী বা মুজাহিদ হয়ে আত্মিকভাবে নিজের বুকের তপ্ত রক্তে পৃথিবীকে শান্তির রঙে রাঙানোর অভিলাসী। অনেক পার্থক্য। বহু ব্যবধান। একজন জাগতিক যশ-খ্যাতি আর আনন্দ-ফূর্তির উপকরণের মাঝে নিজের মূল্যবান জীবন ক্ষয় করে চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবন ধ্বংস করে দেয়। অপরজনের আকাঙক্ষা– কী করে জান্নাতের অধিবাসীদের খাতায় নিজের নাম লেখানো যায়–

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ.

'নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগ–বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে। যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহাঅধিপতির নিকটে।'

[সূরা কামার : আয়াত ৫৪-৫৫]

প্রিয় ভাই! অনেক ব্যবধান– ওই তরুণের মাঝে, যে মুসলিম জাতির সমস্যা--দুর্দশা আর ভবিষ্যতের দুর্ভোগের চিন্তায় গভীর উদ্বেগে রাত কাটায়; পক্ষান্তরে ওই তরুণ– অসৎ প্রিয়ার বিরহে যার রাতের ঘুম উধাও!

জি হ্যাঁ! এ দুয়ের ব্যবধানটি বিশাল। ওই তরুণদের মধ্যে যে কেবল এই লক্ষ্যে ভিনদেশের সফরে বেরোয়– যাতে করে প্রবৃত্তির যথার্থ অনুসরণ করা যেতে পারে। মন যা চায় তা করা সম্ভব হয় নিঃসঙ্কোচে। পতিতা আর বেপরোয়া নারীদের সাথে নির্জনে রাত কাটানো যায়। শেষে– লজ্জা, পুরুষত্ব, দীন, চরিত্র, সম্পদ, স্বাস্থ্য এবং ইহকাল-পরকালে চিরবঞ্চিত হয়ে ঘরে ফেরে। অপরদিকে, ওই যুবক– যে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার জন্য, মুসলিম জাতির অবস্থা পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশের লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় সফর করে; সব সময় সে তার মুসলিম ভাইয়ের যাবতীয় দুর্ভোগ-দুর্দশা লাঘবে কার্যকর অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় দিনাতিপাত করে।

সম্মানিত ভাই! স্পষ্ট পার্থক্য উপরোক্ত দুই শ্রেণির তরুণদের মাঝে। কোথাও ওই সৎ তরুণের আলোচনা হলে সেখানে হৈচৈ পড়ে যায়। মানুষ মাথা তুলে তুলে তাকে দেখে। তার কথায় ঝরে পড়ে অমৃত। স্মরণ হয় আল্লাহকে। দীনি প্রেরণায় উজ্জীবিত হয় মনপ্রাণ। জেগে উঠে আত্মা। এর কারণ কি? কারণ সে প্রকৃত আলেম। মুবাল্লিগ। মুজাহিদ। খুব উন্নত গুণ ও কৃতিত্বের অধিকারী সে। উত্তম চরিত্র ও বরকতমণ্ডিত মজলিসের সারথি। কথা-কাজে মিল আছে তার। সহাস্য বদনে সবার সাথে কথা বলে। যে-ই তার দিকে তাকায়, চোখ জুড়িয়ে যায় হিমেল আবিরে। নিজেও কুরআন-হাদীস পড়ে এবং অন্যকেও পড়ায়। হাদীসের অগাধ জ্ঞান তার বুকে। দুআ, যিকর, ইবাদাত ও মসজিদের সাথে সারাক্ষণ মন টাঙানো।

অপরদিকে, ওই তরুণ– যাকে স্মরণ করা হয়ে থাকে কুশ্রী ও অশ্রাব্য ভাষায়। গালি-গালাজের তীর তাক করা থাকে তার দিকে। অভিশাপের জোয়ারে ভাসতে থাকে ওই কুলাঙ্গার। কারণ, সে নেশাখোর মাতাল। সুদ-ঘুষ ছাড়া তার চলে না। পঙ্কিল চরিত্রে নিজেকে ভ্রষ্ট করে ছেড়েছে। আপত্তিকর এলাকায় তার আনাগোনা। সব সময় যার তার সাথে ঝগড়া করে। ঝামেলা পাকায়। এক কথায় যাবতীয় মন্দ আচরণের এক প্রতীক হয়ে উঠেছে সে। উপরোক্ত দুই শ্রেণির তরুণের মাঝে কি যেনতেন ব্যবধান! আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

অনেক ব্যবধান ওই লোক যে কেবল আল্লাহ তাআলার হালালকৃত বস্তু ব্যবহার করে। তার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, শান্তি ও সঠিক পথের অবিচল জীবনাচার দেখে আপনার ঈর্ষা হবে। এর কারণ হচ্ছে– সে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। তাই আল্লাহও তাকে সন্তুষ্ট করে দিয়েছেন। বিপরীতদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা ও পাপাচারে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, আল্লাহর নাফরমানির কারণে আজ সে নানা রোগের শিকার। ফলশ্রুতিতে সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা ও তৃপ্তি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। শয়নকক্ষে সে এমনভাবে থরোথরো করে কাঁপে যেনো তার বিছানায় কাঁটা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। সে বিশ্রাম নিতে চায়। ঘুম যেতে চায়। কিন্তু নিদ্রা উড়ে গেছে তার দু'চোখ থেকে। কারণ, তার দুঃখ-দুর্দশার যে কালোমেঘ তার মন-মস্তিষ্কের আকাশে ছেয়ে আছে– তা কি কখনো তাকে শান্তির ঘুম পাড়তে দেবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ! আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী ব্যক্তি আর আল্লাহকে অসন্তুষ্টকারী ব্যক্তির মাঝে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে নিয়েছে, সে জেলখানায় বন্দী থাকলেও, কিংবা কোনো রোগে ভুগলেও পৃথিবী তার সামনে প্রশস্ত ও উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়।

কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে নেবে, সে যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা থেকে থাকবে মুক্ত। আর য ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে, তার সামনে আরাম--আয়েশের যতো উপকরণই থাকুক না কেনো আল্লাহ সেগুলোকে তার দুর্দশা বাড়াবার মাধ্যম বানিয়ে দেবেন। ধন-সম্পদ তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করে তুলবে। পাপ তার সুস্থতা ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাবে। সন্তান-সন্তুতি তার জন্য বাড়তি জ্বালার কারণ হবে। তার জ্ঞান তাকে মানসিকভাবে পোড়াবে। এমন কি, যা কিছু আল্লাহ তাআলা তাকে এই দুনিয়াতে দান করেছিলেন, সব কিছুই তার জন্য দুর্ভাগ্য ও অপদস্থতা বয়ে আনবে। কারণ, আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট নন। সুতরাং তার কাছে থাকা সবকিছুই বাড়িয়ে তুলবে তার যন্ত্রণা। মহান আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন–

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ.

‘অতএব তোমাকে যেনো মুগ্ধ না করে তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি। আল্লাহ এর দ্বারা কেবল তাদের আযাব দিতে চান দুনিয়ার জীবনে এবং তাদের জান বের হবে কাফির অবস্থায়।’ [সূরা তাওবাহ : আয়াত ৫৫]

বিশাল পার্থক্য এ দু'জনের মাঝে। যেই সৌভাগ্যবান সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে। খুশি রাখে পিতা-মাতাকে। শান্তি অনুভব করে তাঁদের সেবায়। সে ঘর থেকে বেরোবার সময় এই বলে মা তার জন্য দুআ করে– ‘হে আমার ছেলে! আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন।’ মা'কে সে মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখে। ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে পিতা-মাতার জন্য রহমতের দুআ করে বিদায় নেয়।

এদিকে আরেকজন যখন পিতা-মাতার কাছে যায়, তখন পিতা-মাতা তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। কারণ, সে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়। তাঁদের কোনো যত্ন নেয় না। খোঁজ-খবর রাখে না। তাই সকাল-সন্ধ্যা তাঁরা তাকে অভিশাপ দিয়ে বলে– ‘হে আল্লাহ! তার কপালে যদি হেদায়াত না থাকে, তাহলে তাকে ধ্বংস করে দিন।’ যাতে করে তাঁরা এই অবাধ্য ছেলের মন্দ আচরণ ও নির্মমতা থেকে রেহাই পায়। বিশাল পার্থক্য এ দু'জনের মাঝে।

আমার প্রিয় ভাই! মুসলিম জাতির অধিকাংশ যুবকের চিত্র আজ এমনই। এদের মধ্যে সৎ ও নেককার আছে। আছে অসৎ এবং বদকারও। কিন্তু বিশাল পার্থক্য এ দুই শ্রেণির মাঝে। এরা উভয়ে কখনো সমান হতে পারে না।

বন্ধুদের সাথে

প্রিয় তরুণ ভাই আমার! আপনি নিশ্চয় জানেন– কাল কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের সমুদয় কর্মকান্ডের ব্যাপারে জবাবদিহির মুখোমুখী করা হবে। সে দিন কেউ কারও কোনো কাজে আসবে না। চাই সে যতোই নিকতাত্মীয় হোক না কেনো। পিতা তার সন্তানের কোনো উপকার করতে পারবেন না। স্ত্রীর কোনো কাজে আসবে না স্বামী। তদ্রূপ ছেলে-মেয়েরাও তার পিতা-মাতার কোনো কাজে লাগবে না। আমার প্রিয় তরুণ ভাই! নিশ্চয় এসব আপনার জানা আছে। কিন্তু আপনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন : আখিরাতে তো কাছের মানুষজনও কোনো কাজে আসবে না, তথাপি পৃথিবীতে দীনদার সৎকর্মপরায়ণ মুসলিম যুবকেরা কেনো সাধারণ মানুষের হেদায়াত কামনা করে? মানুষ দীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে– এ কথা শুনে কেনো কেঁপে উঠে তার অন্তরাত্মা? এভাবে কোথাও আল্লাহর অবাধ্যতা এবং মানুষের পথভ্রষ্টতা দেখে কেনো সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে? হয়ে পড়ে বিচলিত?

আমার প্রিয় ভাই! এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? মানুষের মঙ্গল কামনা ছাড়াও কি এর নেপথ্যে আর কোনো কারণ নিহিত আছে? পাপীষ্ঠদের পাপ দ্বারা কি তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে? পথভ্রষ্টদের ভ্রষ্টতার ব্যাপারে কি সে জিজ্ঞাসিত হবে? না! ব্যাপারটি এমন নয়। নাফরমানদের নাফরমানি দ্বারা নাউযুবিল্লাহ প্রকৃত প্রভু মহান আল্লাহর কোনো অসুবিধা হবে? না! কখনো নয়! ব্যাপারটি এমন নয়। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে ইরশাদ করছেন–

> إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.
>
> 'আসমান ও জমিনে এমন কেউ নেই, যে বান্দা হিসেবে পরম করুণাময়ের কাছে হাজির হবে না। তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে গণনা করে রেখেছেন। আর কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর কাছে আসবে একাকী।' *[সূরা মারইয়াম : ৯৩-৯৪]*

Contents

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

'হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর তোমাদের নিজদের দায়িত্ব। যদি তোমরা সঠিক পথে থাকো তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; তখন তিনি তোমরা যা আমল করতে তা তোমাদের জানিয়ে দেবেন।' [সূরা মায়িদাহ : ১০৫]

মানুষ– চাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হোক বা পথভ্রষ্ট, সঠিক পথে চলুক বা বিগড়ে যাক, ভালো হোক বা মন্দ; এতে সৎ ও নেককার লোকদের কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হচ্ছে– আল্লাহ তাআলা তাঁদের অন্তরে মাখলূকের প্রতি দরদ ও ভালোবাসা ভরে দিয়েছেন। তাই তারা কোথাও যখন আল্লাহর নাফরমানি ও পাপাচার দেখতে পায়, মনটি ভেঙে পড়ে উদ্বেগে। নৈরাশ্য ছেয়ে যায় তার অন্তরে। এমন কি সে মনে করে– মানুষের অবাধ্যতা ও পাপাচারের কারণে সে-ও গ্রেফতার হবে কঠিন শাস্তিতে। এ কারণে সে সকলের মঙ্গল চায়। হেদায়াত কামনা করে। গোটা উম্মতের উন্নতি চায়। সবাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হোক– এই থাকে তার প্রার্থনা।

আমার যুবক ভাইয়েরা! তারা আপনাকে জাহান্নামের আযাবে পতিত দেখতে চায় না।

দীনদারির ব্যাপারে একটি জরিপের রিপোর্ট

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ শহরের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে যুবকদের ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অভিরুচি ও চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে ধারণা নেয়ার উদ্দেশ্যে একটি জরিপ চালানো হয়। এ লক্ষ্যে সৎকর্মশীল যুবকের একটি দল জনসমাগমে, হোটেল-রেস্তোরায়, হাট-বাজারে গিয়ে গিয়ে, এমন কি ফুটপাতে চলাচলকারীদের গতিরোধ করে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ কিছু প্রশ্নের জবাব জানতে চায়। তারা সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট পেশ করে। এই জরিপটি ছিল ৪০টি প্রশ্নসম্বলিত। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল– ইসলামী জীবনাচার ও দীনদারি পরিবেশে জীবন যাপনকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তরুণদের চিন্তা-ভাবনা সংক্রান্ত। এই প্রশ্নের জবাবে– শতকরা ৭০% তরুণ স্পষ্ট ভাষায় এই স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, তারা ধর্মীয় ভাবধারায় জীবনযাপনকারীদের অন্তর দিয়ে ভালোবাসে।

২০% তরুণের জবাব ছিল– তারা বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী দীনদার লোকদেরকে ভালোবাসে।

১০% তরুণ বিভিন্ন কারণে ধর্ম পরিপালনকারী লোকদের ব্যাপারে অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছে।

মোটকথা– জরিপের ফলাফল দ্বারা বুঝা যায়, ওই শহরের ৮০% তরুণ ধর্মীয় লোকদের পছন্দ করে এবং দীনি পরিবেশে থাকতে ভালোবাসে।

ওই জরিপের আরেকটি প্রশ্ন ছিল এমন– 'আপনি নিজে কি একজন সত্যিকার মুসলমান হতে চান? এবং দীনি পরিবেশে জীবন কাটাতে আগ্রহী?'

এই প্রশ্নের জবাবে ৯৯.৫% তরুণ বলেছে– তারা সত্যিকার মুসলমান হিসেবে দীনি পরিবেশে জীবন কাটাতে চায়।

জরিপের প্রশ্নের তালিকায় আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে– 'আপনি কেনো সত্যিকার মুসলমান হতে চান এবং দীনি পরিবেশে জীবন কাটাতে আগ্রহী?'

এই প্রশ্নের জবাবে প্রায় সকলেরই জবাব ছিল– তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে জান্নাতে যেতে চায়। তন্মধ্যে অনেক তরুণ এমনও বলেছে যে, তারা দীনদার পরিবেশে থেকে দুনিয়াতেও মঙ্গলময় জীবন কামনা করে।

ভালোবাসা আল্লাহর জন্য

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! মানুষের হাশর-নশর তার সাথেই হবে যাকে সে ভালোবাসে। হাদীস শরীফে আছে, হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত –

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟، قَالَ: (وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا) ؟ قَالَ: لاَ شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

'একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে একজন এসে জিজ্ঞেস করলো– 'হুজুর! কিয়ামত কোন সময়ে হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন– 'তুমি কিয়ামতের জন্য কী সম্বল জোগাড় করেছো?' (যে কিয়ামত আসার এতো আগ্রহ) লোকটি বললো, 'আমি এর জন্য বহু নামায রোযার সম্বল তো করতে পারিনি, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে আমার গভীর ভালোবাসা আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন– 'যে যার সাথে ভালোবাসা রাখবে, কিয়ামতের দিন সে তার সাথে থকবে। অতএব তুমি আমার সাথে থাকবে। আর যে ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহর সাথে সে আল্লাহরও সাথে। হযরত আনাস (রা.) বলেন– 'আমি মুসলমানদেরকে ঈমান পাওয়ার (খুশীর) পর এতো খুশী হতে আর দেখিনি।' *[বুখারী : হা. নং ৬১৭১; মুসলিম : হা. নং ২৬৩৯]*

আপনি অনেক তরুণকে দেখবেন– তারা ভালো মানুষদের ভালোবাসে। তাদের চেহারা দেখেই আপনি তা জেনে নিতে পারবেন। কারণ, চেহারা হচ্ছে মানুষের মনের আয়না।

হে আমার যুবক ভাইয়েরা! সুসংবাদ আপনার ললাটে চুমু দিক। আজ আপনার কদম সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। আল্লাহ, রাসূল এবং মুমিনদের সাথে আপনার হৃদ্যতা ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আপনি স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, দীন ও তরুণ প্রজন্মের জন্য রয়েছে আপনার অগাধ ভালোবাসা। বন্ধুত্ব। এ কারণে আপনি তাদের সাথে কোনো শিল্পী, খেলোয়াড়, শিল্পপতি বা মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীর তুলনা করেন না।

আমার সম্মানিত ভাইয়েরা! এই ভালোবাসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহর জন্য এই ভালোবাসার স্বাদ কি কখনো আপনি আস্বাদন করেছেন? হ্যাঁ, এটাই আল্লাহর জন্য ভালোবাসা– আপনি যা প্রকাশ করলেন। কারণ, এ কোনো শিল্প বা ক্রীড়ার খাতিরে ভালোবাসা নয়। কোনো ঐশ্বর্য বা ক্ষমতা-পতিপত্তির নিমিত্তে এই হৃদ্যতা নয়। এ কারণে আপনি জাগতিক কোনো লোভ-লালসার বশবর্তি হয়ে ভালোবাসেননি। সৌন্দর্য বা রূপের কারণে নয় এই ভালোবাসা। কারণ, তাকে তো আপনি শারীরিক সৌন্দর্য বা রূপ-লাবণ্যের কারণে ভালোবাসেননি। কেননা, রূপ-সৌন্দর্যের ভালোবাসা হচ্ছে নারীঘটিত ও শয়তানী প্রেম-ভালোবাসা। এজাতীয় ভালোবাসা দুনিয়া-আখিরাতে কেবল অপমান-অপদস্থতাই বয়ে আনে। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা অন্য সব ভালোবাসা থেকে আলাদা। এতে রয়েছে এমন তৃপ্তি– যার সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

'তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে : ১. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া; ২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা; ৩. কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতো অপছন্দ করা।' *[সহীহ বুখারী : হাদীস নং ১৬; সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ৪৩]*

নবীপ্রেমিক সাহাবী হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) দামেস্কের জামে মসজিদের খতীব ছিলেন। সেখানে তিনি মজলিস করতেন। বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত আবু ইদরীস খাওলানী (রহ.) বলেন– আমি একদিন দামেস্কের জামে মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলাম, এক বৃদ্ধ লোক বয়ান করছেন। আর তার চতুর্দিকে অসংখ্য লোক বসে বয়ান শুনছেন। বহু চেষ্টা করেও আমি তার কাছে যেতে সক্ষম হলাম না। অতঃপর আমি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম– অসংখ্য শ্রোতা পরিবেষ্টিত এ বৃদ্ধ লোকটি কে? তিনি জবাবে বললেন–

হে যুবক

তিনি হলেন, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় সাহাবী হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)।

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইমান অবস্থায় দেখার বা তার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য যাদের হয়েছে এবং এরপর যাদের মৃত্যু ঈমান অবস্থায় হয়েছে, তাদের 'সাহাবী' বলা হয়। আর যারা ঈমান অবস্থায় কোনো সাহাবীকে দেখেছেন এবং মৃত্যু ঈমানের ওপর হয়েছে, তাদের 'তাবেয়ী' বলা হয়। আবু ইদরীস খাওলানী রহ. জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন– হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা.)-এর সাক্ষাৎ পাবো কীভাবে? লোকটি বললো– আপনি যদি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, তাহলে আপনাকে যোহরের প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ তিনি যোহরের প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে যান। নামাযে দাঁড়ানোর আগেই সাক্ষাৎ করতে হবে, অন্যথায় সেদিন আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব নয়।

হযরত আবু ইদরীস খাওলানী রহ. বলেন– পরের দিন আমি হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসে দেখি– তিনি আমার আসার আগেই মসজিদে পৌঁছে নামাযে দাঁড়িয়ে গেছেন। ফলে আমি আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথা বলতে পারিনি। কিন্তু তাঁর কাছে বসার সুযোগ পেয়েছি। আবু ইদরীস খাওলানী রহ. বলেন– মুআয্যিন ইকামত দেওয়া পর্যন্ত তিনি নামাযে মশগুল ছিলেন। নামাযান্তেই আমি তার সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বললাম– 'আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি।'

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) একে একে তিনবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন– 'আপনি আল্লাহর ওয়াস্তেই আমাকে ভালোবাসেন?' প্রত্যেকবার জবাবে আবু ইদরীস খাওলানী বললেন– 'আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর খাতিরেই আপনাকে ভালোবাসি।'

এ কথা শুনে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) বললেন– 'আপনার জন্য সুসংবাদ! আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এ কথা বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

'আমার খাতিরে যে ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে ভালোবাসে, তার জন্য আমার ভালোবাসা ওয়াজিব। আমার খাতিরে যে কোনো মজলিসে বসে, তার জন্য আমার ভালোবাসা ওয়াজিব। আমার খাতিরে যে ব্যক্তি বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে, তার জন্য আমার ভালোবাসা ওয়াজিব।'

[মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-২৩৩]

মানবতাবর্জিত প্রেমহীন সমাজে শান্তি-অশান্তিতে, ন্যায়-অন্যায়ে, নীতি-দুর্নীতিতে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন সংগঠন ও দলমতের পারস্পরিক ক্ষমতার লড়াইয়ে স্বার্থপরতা-শক্রতা, সন্দেহ-অবিশ্বাস, হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ, সন্ত্রাস-সহিংসতা, নাশকতা-বর্বরতা, অস্থিরতা-হানাহানি, জ্বালাও-পোড়াও প্রভৃতি মানবপ্রেমের উল্টো ধারার ফল।

তাই প্রত্যেক মানুষেরই পারস্পরিক মানবতাবোধ ও উদার নৈতিক মানসিকতা থাকা অপরিহার্য। জাগতিক লোভ-লালসা ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকরণ এবং অনৈতিকতার প্রভাবে মানুষের মহৎ, পরিশুদ্ধ ও সুন্দর উপলব্ধিগুলো সহসাই বিনষ্ট হয়ে যায়।

এ জন্য মানুষের ভেবে দেখা উচিত– কেবল পার্থিব ক্ষমতালিপ্সা, ধন-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ উপভোগের উদ্দেশ্যে তার সংকীর্ণ ও স্বার্থপর দৃষ্টিকোণের জন্য সে কেনো পরকালীন উন্নতির কোঠায় কিছু না রেখে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে? মানুষের মধ্যে যদি ভিন্ন দলমতের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা, মায়া-মহব্বত না থাকে, তাহলে কিয়ামতের পর কঠিন বিচার দিবসে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার সুশীতল ছায়া থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! এই পৃথিবীতে কি আল্লাহর ভালোবাসার চেয়ে অধিক দামি আর কোনো কিছু আছে? যা আপনি চান? আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, গোটা জগত যদি তার সাথে শক্রতা পোষণ করে, তাহলে তার কি কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে?

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন মানুষের অন্তরেও আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন একজন আহ্বানকারী ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করে– 'আমি অমুককে ভালোবাসি।' এতে করে আকাশের সকল বাসিন্দা তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে। অতঃপর পৃথিবীবাসী অন্তরেও তার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে দেয়া হয়।

হযরত আমর ইবনে জামূহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছেন– 'বান্দা ততোক্ষণ পর্যন্ত স্বচ্ছ ঈমান লাভ করতে পারবে না যতোক্ষণ না আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আর বান্দা যখন আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে এবং আল্লাহরই ওয়াস্তে সম্পর্ক ছিন্ন করে তখন সে ওলী হওয়ার হকদার হয়ে যায়।

[মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-১৫৫৪৯]

হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন– 'মানুষের আমলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে ওই ভালোবাসা যা আল্লাহর জন্য হয় এবং ওই শত্রুতা যা আল্লাহর জন্য হয়।'

[সুনানে আবু দাউদ : হাদীস নং-৪৫৯৯]

'আল্লাহ কিয়ামত দিবসে বলবেন, আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমার ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না– আমি তাদের ছায়া দেবো।' *[সহীহ মুসলিম : হাদীস নং-৪৬৫৫]*

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী (সা.) বলেন– সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ছায়া দেবেন। এর মধ্যে এমন দুই ব্যক্তি রয়েছে যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে মহব্বত করতো। আল্লাহর মহব্বতের ওপরই তারা একত্র হতো, আবার আল্লাহর মহব্বতেই পৃথক হতো।

[সহীহ বুখারী : হাদিস নং ৬৬০; সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১০১৩]

হযরত মুয়ায (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলবেন– 'যারা পরস্পর একে অপরকে মহব্বত করেছে আমার জন্য, নূরের মিম্বর তাদের জন্য রয়েছে। নবী ও শহীদরা তাদের দেখে ঈর্ষা করবে।'

[জামে তিরমিযী : হাদীস নং ২৩৯০]

হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন– 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু ভাগ্যবান বান্দা আছে যারা নবী নয়, শহীদও নয়। তবে কিয়ামতের দিন অনেক নবী ও শহীদ তাদের নৈকট্যের কারণে তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন। সাহাবারা বললেন– ইয়া আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে তাদের কথা জানাবেন? তিনি উত্তর দিলেন– তারা হলো ওইসব লোক যারা কোনো আত্মীয়তা ছাড়াই এবং অর্থ সম্পদের লেনদেন ছাড়াই কেবল আল্লাহর (দ্বীনের) কারণে একে অপরকে ভালোবাসে। আল্লাহর শপথ! কিয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল হবে আলোকোজ্জ্বল এবং আলোর মেলা, আর তারা নূরের মিম্বরের ওপর থাকবে। সাধারণ লোকজন যখন ভীতবিহ্বল থাকবে তখন তারা থাকবে নির্ভয়-নিশ্চিন্ত। লোকেরা যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে তখন তারা দুশ্চিন্তামুক্ত থাকবে। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।' *[সুনানে আবু দাউদ : হাদীস নং ৩৫৭২, ৩৫২৯]*

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

'আন্তরিক বন্ধুরাই সেদিন একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে, মুত্তাকীরা ছাড়া।' *[সূরা যুখরুফ : আয়াত ৬৭]*

এটাই প্রকৃত ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের ভালোবাসা। এই বন্ধুত্বই পৃথিবীর সবচেয়ে টেকসই বন্ধুত্ব। আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর যে ভালোবাসে, তারা কখনো পৃথক হয় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী তাদের জন্য মানুষের মন কাঁদে। দিন যতো যায়, ততোই এই হৃদ্যতা গাঢ় হয়। দৃঢ়তা পায়।

অপরদিকে, দুনিয়াদার ও নাফরমান লোকদের ভালোবাসা কেবল দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ। আর কিয়ামতের দিন তাদের এমন অবস্থা হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ-

'আর ইবরাহীম বললো–'দুনিয়ার জীবনে তোমাদের মধ্যে মিল-মহব্বতের জন্যই তো তোমরা আল্লাহ ছাড়া মূর্তিদেরকে গ্রহণ করেছে। তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লা'নত করবে, আর তোমাদের নিবাস জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্য থাকবে না কোনো সাহায্যকারী।' *[সূরা আনকাবূত : আয়াত ২৫]*

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! উপরোক্ত দু'টি পন্থার যে কোনো একটি অবলম্বনের স্বাধীনতা আপনার আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস– আপনি ওই পন্থা অবলম্বন করবেন না, যার পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতি ও দুর্ভোগ বয়ে আনে। কারণ, একজন জ্ঞানী লোক সব সময় নিজের জন্য সহজ, নিরাপদ ও শান্তির পথই সন্ধান করে থাকে।

আপনি কি খাঁটি দীনি জীবন যাপন করতে আগ্রহী

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! পরিপূর্ণভাবে দীন পরিপালনে কিসে আপনাকে বাধা দিয়ে রেখেছে? আপনি যদি খাঁটি দীনদারি জীবন যাপন করেন, তাহলে বহু মুত্তাকি লোক আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে ভালোবাসবে। আপনি হয়তো মনে মনে ভাবছেন– পরিপূর্ণভাবে দীনের ওপর চলতে গেলে তো জাগতিক সুযোগ-সুবিধা ও আয়েশ-আরাম ছেড়ে দিতে হবে। অথচ বাস্তবতা এমনটি নয়। ধরুন– উত্তম পোশাক পরা এবং পরিপাটিরূপে চলাফেরা করা আপনার পছন্দ। ভালো গাড়ি থাকুক, ভেতর-বাহির পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুক– এটা আপনি কামনা করেন। আপনি কি ভেবেছেন– দীনের ওপর চলতে গেলে এসব ছেড়ে দিতে হবে? কখনো নয়! এতে ইসলামের কোনো বাধা নেই। ইসলাম যেমন মানুষের আত্মার খোরাক জোগায়, তেমনি বাহ্যিক সৌন্দর্য অবলম্বনও এখানে কাঙ্ক্ষিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন অহংকারের ভয়াবহতা বর্ণনা করছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন সংশয়– তাহলে সুন্দর পোশাক সুন্দর জুতাও কি অহংকারের শামিল? তাদের একজন আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করলেন– মানুষ তো চায় তার কাপড়-চোপর সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। (এটাও কি অহংকার?) রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন–

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

'নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার হলো সত্য অগ্রাহ্য করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।' *[সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ৯১]*

আপনি রাসূলের সাহাবীদের জীবনের দিকে তাকান। দেখবেন– তাঁদের মধ্যে যাঁরা উত্তম পোশাক পরতেন, পরিপাটি হয়ে থাকতেন; রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের এই অভ্যাস খুব পছন্দ করতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন মসজিদে ছিলেন। এমন সময় এক লোক এলো। লোকটির চুল ও দাড়ি ছিল এলোমেলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) হাতের ইশারায় তাকে বেরিয়ে যেতে বললেন। তিনি এটাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন, সে যেন তার মাথার চুল আর দাড়িগুলো ঠিক করে আসে। লোকটি মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলো। চুল-দাড়ি ঠিক করে আবার ফিরে এলো।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন—

أَلَيْسَ هَـذَا خَـيْرًا مِـنْ أَنْ يَـأْتِيَ أَحَدُكُـمْ ثَائِـرَ الـرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ

'তোমাদের কেউ শয়তানের মতো এলোমেলো চুল নিয়ে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে এটি কি ভালো নয়?' *[মুআত্তা মালিক : হাদীস নং ১৭০২]*

সাহাবী হযরত মালেক ইবনে নাযলা (রা.)-এর ঘটনা। তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন— একদিন আমি মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে বসে ছিলাম। তিনি দেখলেন আমার গায়ে ছেঁড়াফাটা কাপড়। তখন তিনি জানতে চাইলেন— তোমার কি অর্থসম্পদ আছে? আমি বললাম— ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব রকম সম্পদই আমার রয়েছে। তিনি বললেন—

فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُهُ عَلَيْكَ

'আল্লাহ যখন তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন তাই এর চিহ্ন যেন তোমার ওপর প্রকাশ পায়।' *[সুনানে নাসায়ী : হাদীস নং ৫২২৩]*

এবার আপনাকে নববী যুগের আরেকটি ঘটনা শোনাই— বিশিষ্ট সাহাবি হযরত জাবের রা. বলেন— রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার আমাদের বাড়িতে এলেন। এক ব্যক্তির চুল উষ্কখুষ্ক দেখে বললেন— তার কি এমন কিছু নেই যার দ্বারা সে তার চুল আঁচড়িয়ে পরিপাটি রাখতে পারে। আরেক ব্যক্তির কাপড় ময়লা দেখে বললেন— সে কি তার কাপড় পরিষ্কার রাখার মতো কিছু পায় না?' *[সুনানে আবু দাউদ : হাদীস নং৪০৬২; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ১৪৮৫০]*
পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য অবলম্বনে এই হলো ইসলামের শিক্ষা। প্রান্তিকতা ও বাড়াবাড়ি থেকে যারা মুক্ত থাকে, তাদের জন্যে এ বাহ্যিক সৌন্দর্যও ইবাদত ও পুণ্যের মাধ্যম হতে পারে। আপনি তো ভালো করেই জানেন— পরিচ্ছন্নতা মানুষকে আকর্ষণ করে আর অপরিচ্ছন্নতা কষ্ট দেয়। তখন সে তা থেকে মুক্তি পেতে চায়; নিজে তা থেকে দূরে সরে গিয়ে কিংবা তা দূরে সরিয়ে দিয়ে। চুল-দাড়ি যদি উষ্কখুষ্ক থাকে তাহলে এমনি এক অপ্রীতিকর দৃশ্য সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও চুল পরিপাটি করে রাখতেন। একবার নবীজীর সাথে কিছু মানুষ দেখা করতে এলো। নবীজী তাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় একটি পানির পাত্রের মধ্যে তাকিয়ে নিজের চুল-দাড়ি পরিপাটি করে নিলেন।

... নবীজী বললেন– 'আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। যখন কেউ তার ভাইদের সাথে সাক্ষাতে যায়, সে যেন নিজেকে পরিপাটি করে নেয়।'
এবার আপনাকে আরেকটি ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলবো– 'সাইয়্যিদুনা হযরত আবুল আহওয়াস (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এলাম। তখন আমার পরনে ছিল অতি নিম্নমানের কাপড়। এটা দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন– তোমার কি সম্পদ আছে? আমি বললাম জ্বী, আমার সম্পদ আছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন– কি কি সম্পদ আছে?
আমি বললাম– উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, গোলাম ইত্যাদি সবধরনের সম্পদই আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। তখন তিনি বললেন– যখন আল্লাহ্ তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন তখন তোমার ওপর তাঁর নিয়ামতের নিদর্শন থাকা চাই।'

[সুনানে আবু দাউদ : ২/৫৬২; জামে' তিরমিযী : ২/১০৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে– রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তার বান্দার ওপর তার দেয়া নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন।' *[জামে তিরমিযী : ২/১০৯]*

আমার প্রিয় যুবক ভাইয়েরা! দীনদারি জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আপনার সুন্দর সাজসজ্জা, পরিপাটি থাকা, উত্তম গাড়ি ব্যবহার করা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সেটি শরীয়তের সীমা অতিক্রম না করবে।
যেমন ধরুন– শরীয়ত পুরুষদের জন্য রেশমের কাপড় পরা ও স্বর্ণের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আপনি তো আলহামদুলিল্লাহ কখনো রেশমের পোশাক বা স্বর্ণ পরেননি! কিভাবেই বা আপনি তা পরতে পারেন? যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ

'তোমরা রেশম পরিধান করো না। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পরিধান করতে পারবে না।' *[সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২০৬৯]*

একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বেরিয়ে দেখলেন– তাঁর কাছে রেশমের কাপড় এবং স্বর্ণের টুকরো। এ দেখে তিনি বললেন– 'স্বর্ণ ও রেশমি বস্ত্র আমার উম্মতের নারীদের জন্য বৈধ এবং পুরুষের জন্য হারাম।'

আমার ভাই! আপনি তো এমন পোশাক পরিধান করতেও পছন্দ করেন না– যা নারীদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ আপনি জানেন– পুরুষের পোশাক পুরুষোচিত আর নারীর পোশাক নারীর উপযোগী হওয়া একান্ত কাম্য।

আপনার এ-ও জানা আছে যে, স্বভাবগতভাবেই পুরুষকে দেয়া হয়েছে শক্তি ও দৃঢ়তা। কারণ তার কর্মক্ষেত্র হলো বাইরের জগত। পক্ষান্তরে নারী হলো কোমল ও কোমনীয়। মাতৃত্বের মমতা ও নারীত্বের লাজ, নম্রতাই নারীর সৌন্দর্য। তাই ইসলামী শরীআত নারী-পুরুষের জন্য ব্যবস্থা করেছে ভিন্ন ভিন্ন পোশাকের। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– 'আল্লাহ তাআলা সেই সব মহিলাদের ওপর অভিশাপ করেছেন যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সে সকল পুরুষদের ওপর অভিশাপ যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে।'

[সহীহ বুখারী, মিশকাত : হাদীস নং ৪৪২৯]

আলহামদুলিল্লাহ! আপনার পোশাক তো কখনো অপচয়ের পর্যায়ে পড়ছে না। পোশাক দ্বারা গর্ব ও অহমিকা প্রকাশ করাও আপনার পছন্দ নয়। কারণ আপনার জানা আছে সেই হাদীসটি– যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধির পোশাক পরবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনা ও আগুনের পোশাক পরিধান করাবেন।'

[সুনানে আবু দাউদ : হাদীস নং ২/৫৫৮; সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ২৫৭]

এ ব্যাপারে আপনার ভালো ধারণা আছে যে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্য বড়ো ধরনের কোনো চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন নেই। এর জন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা চুল পরিপাটি করা জরুরি নয়। আধুনিক ফ্যাশন ও নিত্য নতুন ডিজাইনে চুল রাখার জন্য বাথরুমে অহেতুক সময় অপচয় করা আপনি কি ভালো দৃষ্টিতে দেখেন? নতুন ফ্যাশনের পোশাক পরার এমন কি প্রয়োজন? সুন্দর পরিপাটি হয়ে থাকার সাথে কি তার কোনো সম্পর্ক আছে? পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনই হচ্ছে উত্তম। ভালো মানুষেরা পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না। অহেতুক এ কাজে সময় নষ্ট করে না। সহজেই তারা পরিস্কার জামা-জুতা ও পবিত্রতার সাথে চলাফেরা করতে ভালোবাসে।

আমরা মুনাফিক হতে চাই না

আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠেন। গল্প-গুজব করেন। বেড়ানো, বিনোদন এবং বিভিন্ন ক্রীড়ায় অংশ নেয়া পছন্দ করেন। এ ক্ষেত্রে বহু মূল্যবান সময় আপনার অপচয় হয়। আপনি কি জানেন– মাত্র কয়েক মিনিট মসজিদে অবস্থান করা বা কোনো ইলমী মজলিসে কিংবা নেককার দীনদার লোকদের সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর ক্ষেত্রে আপনি ভীষণ কৃপণতার পরিচয় দেন! আপনি কি এক-আধ ঘন্টা বা তারও কিছু বেশি সময় এমন কথামালা শুনতে চান না– যা আপনার দুনিয়া-আখিরাতের জীবনে ঘটাতে পারে ব্যাপক পরিবর্তন? হতে পারে আপনার সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে সেইসব দীনি আলোচনার মাঝে– যা আজ আপনি শুনতে চাচ্ছেন না!

ভাইটি আমার! কাউকে যখন ভালো কথা বলতে শুনবেন, কান লাগিয়ে তার দিকে মনোযোগ দেবেন। হতে পারে সেই কথা আপনার অন্তরে গেঁথে যেতে পারে। আর শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণার জালে আটকে যাওয়া থেকে আপনি রক্ষা পেতে পারেন। কতো তরুণ-যুবক শয়তানের জালে আটকা পড়েছে– তা তো আপনার চোখের সামনেই! অনেক যুবক এমন আছে– যাদেরকে ভালো কোনো কাজের আহ্বান করলে, তারা বলে– 'আমি মুনাফিক হতে চাই না।'

আমি এতোটুকু পরিমাণ তাদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতে পারি যে, মুনাফিকদে পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। জাহান্নামের অতল গহ্বলে নিক্ষিপ্ত হবে তারা। ইহুদি-খ্রিস্টানদের চেয়ে তারা অধিক জঘন্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে– ওই যুবকদেরকে 'নিফাক' এর অর্থ ও মর্ম কে বুঝাবে?

কিছু কিছু যুবক ভাই বলে থাকেন– 'একদিন আমি স্টেডিয়ামে বা থিয়েটার হলে অথবা কোনো মিউজিক্যাল নাইটের হারাম কাজে কাটাবো, আরেক দিন আমি মসজিদে আসবো বা দীনি কোনো মজলিসে বসবো... এটা তো স্পষ্ট মুনাফিকী।'

নিজেকে বেশ বিচক্ষণভাবে– এজাতীয় কিছু তরুণ দীনি দায়ীদেরকে কেবল বিমুখ করতেই এমন বাহানার আশ্রয় নেয়। অথচ সে তার কথার ভাব-ভঙ্গিমায় যে পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত আখ্যা দেয়ার ব্যর্থ কসরত করছে, হতে পারে সে ওই পাপে পতিত হয়েছে। অন্যদিকে কিছু যুবক নিজের

সরলতা ও স্পষ্ট মনোভাবে ভিত্তিতে বাস্তবিকই এমনটি মনে করে থাকে। হয়তো সে ভাবে যে, এতে করে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। অথচ বিষয়টি মারাত্মক ভুল।
এমন যুক্তি দেখিয়ে শয়তান হয়তো সে ভাবে যে, এতে করে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। অথচ বিষয়টি মারাত্মক ভুল। এমন যুক্তি দেখিয়ে শয়তান হয়তো সে ভাবে যে, এতে করে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। অথচ বিষয়টি মারাত্মক ভুল। এমন যুক্তি দেখিয়ে শয়তান হয়তো সে ভাবে যে, এতে করে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। অথচ বিষয়টি মারাত্মক ভুল। এমন যুক্তি দেখিয়ে শয়তান হয়তো সে ভাবে যে, এতে করে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। অথচ বিষয়টি মারাত্মক ভুল। এমন যুক্তি দেখিয়ে শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে। অথচ প্রকৃত বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা–

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

'আর তুমি নামায কায়েম করো দিবসের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয়ই ভালোকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।'

[সূরা হুদ : আয়াত ১১৪]

আমার যুবক ভাইয়েরা! কতোই না ভালো হতো– যদি আপনি নিজেকে ওই পাপ থেকে দূরে রেখে সৎ পথে চলার দৃঢ় অঙ্গীকার করতেন। দীনদার লোকদের সান্নিধ্য গ্রহণ করলে, উত্তম মজলিসে বসলে আপনি তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির পথের সন্ধান পেতেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে দিতেন এবং এতো এতো সাওয়াব দান করতেন– যার ফলে আপনার নেকির পাল্লা ভারি হয়ে যেতো। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে– অনেক অসচেতন আত্মভোলা তরুণ নামায, রোযা, দীনদার লোকদের সান্নিধ্য গ্রহণ, কুরআনের দারস ও অন্যান্য ইলমী মজলিম এই আশঙ্কায় ছেড়ে দেয় যে, আমি সব সময় নাফরমানি কাজে ডুবে থাকি। এলাকার সৎ ও দীনদার তরুণেরা যদি আমার দুর্বলতা ও অপকর্ম সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে তো তারা আমার বিরুদ্ধে চলে যাবে। এমতাবস্থায় দীনি মজলিস ও দীনদার লোকদের কাছ থেকে যতো পাশ কাটিয়ে চলা যায় ততোই মঙ্গল।

এভাবে সে নিজের কিছু দুর্বলতার কারণে দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য মঙ্গল থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। জান্নাতের পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমার ধারণা– কোনো মানুষ যখন এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা লালন করে, তখন হয়তো সে নিজের জন্য (নাউযুবিল্লাহ্) জাহান্নামের পথ বাছাই করে নেয়। কারণ, নেকী ও তাকওয়ার পথকে অস্বীকার করা এবং পাপে অংশগ্রহণের মানেই তো হচ্ছে জাহান্নামের পথ অবলম্বন করা! অনেক সময় ছোট্ট ছোট্ট পাপসমূহ মানুষকে জাহান্নামে ডুবিয়ে থাকে।

সৎ লোকের সান্নিধ্য মঙ্গল বয়ে আনে

প্রিয় ভাইয়েরা! সৎ লোকের সান্নিধ্য, তাঁদের মজলিস এবং কেবল তাঁদেরকে ভালোবাসা আপনার জন্য আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের অন্যতম উপাদান। হাদীস শরীফে আছে– হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَـةً يَطُوفُـونَ فِي الطُّـرُقِ، يَلْتَمِسُـونَ أَهْـلَ الذِّكْـرِ، فَـإِذَا وَجَـدُوا قَوْمًـا يَذْكُـرُونَ اللهِ تَنَـادَوْا هَلُمُّـوا إِلَى حَاجَتِكُـمْ. قَـالَ فَيَحُفُّونَهُـمْ بِأَجْنِحَتِهِـمْ إِلَى السَّـمَاءِ الدُّنْيَـا. قَـالَ فَيَسْـأَلُهُمْ رَبُّهُـمْ وَهْـوَ أَعْلَـمُ مِنْهُـمْ مَـا يَقُـولُ عِبَـادِي قَالُـوا يَقُولُـونَ يُسَـبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَـكَ، وَيَحْمَدُونَـكَ وَيُمَجِّدُونَـكَ. قَـالَ فَيَقُـولُ هَـلْ رَأَوْنِي قَـالَ فَيَقُولُـونَ لاَ وَاللهِ مَـا رَأَوْكَ. قَـالَ فَيَقُـولُ وَكَيْـفَ لَـوْ رَأَوْنِي قَـالَ يَقُولُـونَ لَـوْ رَأَوْكَ كَانُـوا أَشَـدَّ لَـكَ عِبَـادَةً، وَأَشَـدَّ لَـكَ تَمْجِيـدًا، وَأَكْـثَرَ لَـكَ تَسْـبِيحًا. قَـالَ يَقُـولُ فَمَـا يَسْأَلُونِي قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ..... الى آخر الحديث–

'আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যারা আল্লাহর যিকরে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। যখন তারা কোথাও আল্লাহর যিকরে রত লোকদের দেখতে পান, তখন তাঁদের একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন– তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তাঁরা সবাই

এসে তাদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাদের রব তাদের জিজ্ঞাসা করেন (অথচ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের চাইতে তিনিই বেশি জানেন) আমার বান্দারা কি বলছে? তখন তারা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা আপনার প্রশংসা করছে এবং তারা আপনার মহত্ব বর্ণনা করছে।

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তারা বলবেন– হে আমাদের রব, আপনার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন– আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখতো?

তারা বলবেন– যদি তারা আপনাকে দেখতো, তবে তারা আরও বেশি আপনার ইবাদত করতো, আরো অধিক আপনার মাহাত্ব বর্ণনা করতো, আর বেশি বেশি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতো।

বর্ণনাকারী বলেন– তিনি বলবেন, তারা আমার কাছে কি চায়? তারা বলবেন– তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন– না। আপনার সত্তার কসম হে রব! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখতো তবে তারা কি করতো? তাঁরা বলবেন– যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো বেশি লোভ করতো, আরো অধিক চাইতো এবং এর জন্য আরো অতিশয় উৎসাহী হয়ে উঠতো। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন– তারা কিসের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলবেন– জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দিবেন, আল্লাহর কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখতো তখন তাদের কি হত? তারা বলবেন– যদি তারা তা দেখতো, তবে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেতো এবং একে সাংঘাতিক ভয় করতো। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন– আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবেন– তাদের মধ্যে অমুক ব্যাক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোনো প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলবেন– তারা এমন উপবিষ্টকারীবৃন্দ যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না।' *[সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৫৯৬৬]*

প্রকাশ্য পাপ থেকে দূরে থাকুন

প্রিয় ভাই! আপনি কি দীনের সাথে সম্পৃক্ত মুসলিম যুবকদের সান্নিধ্য ছেড়ে খোলামেলা পাপকাজে জড়িয়ে যেতে চান? সম্পূর্ণরূপে পাপাচারে ডুবে থাকার ইচ্ছা পোষণ করেন? আপনি নিজ থেকে এই দাবি করেছিলেন যে, 'আমি মুনাফিক হতে চাই না'। তার মানে আপনি সম্পূর্ণরূপে পাপ কাজে জড়িয়ে পড়তে আগ্রহী? মানুষ আপনার পাপ সম্পর্কে জানুক– এটা আপনি কামনা করেন? ... না! ভাই আমার! এটা কখনো ঠিক হবে না। কখনো যদি পাপ করেও বসেন, তো আপনার করণীয় হচ্ছে– আল্লাহর কাছে দুআ করা যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ইহকাল-পরকালের অপমান-অপদস্থতা থেকে নিরাপদে রাখো।' মানুষের সামনে আপনি আপনার পাপের কথা বলে বেড়াবেন এবং এ নিয়ে গর্ববোধ করবেন! আল্লাহু আকবার! এর পরিণতি তো ভয়ঙ্কর!

যদিও গুনাহের কারণে দুনিয়াতে তাকে কোন শাস্তি নাও দেয়া হয়, কিন্তু সে আল্লাহর বিশেষ ইবাদাত বন্দেগী হতে বঞ্চিত হবে। গুনাহকে ঘৃণা করা বা খারাপ জানার অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। ফলে গুনাহের কাজে সে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং গুনাহ করতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করে না। এমনকি সমস্ত মানুষও যদি তাকে দেখে ফেলে বা তার সমালোচনা করে, তারপরও সে কোন অপরাধ বা অন্যায় করতে লজ্জাবোধ বা খারাপ মনে করে না। এ ধরনের মানুষকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না এবং তাদের তওবার দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তারা বেঈমান হয়ে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেয়। রাসূল (সা.) বলেন– 'আমার সকল উম্মতকে ক্ষমা করা হবে একমাত্র প্রকাশ্য পাপী ছাড়া। আর প্রকাশ্যে পাপ করা হলো– আল্লাহ কোনো বান্দার অপকর্মকে গোপন রাখলো কিন্তু লোকটি তার নিজের অপকর্ম প্রকাশ করে নিজেকে অপমান করে এবং বলে থাকে, হে ভাই! আমি আজ অমুক অমুক কাজ করেছি- ইত্যাদি। এভাবে সে তার নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ করে অথচ আল্লাহ তার গুনাহকে গোপন রাখে।' *[বুখারী ও মুসলিম]*

সুতরাং বুঝা গেলো– আল্লাহর কাছে প্রকাশ্য পাপ ক্ষমার যোগ্য নয়। প্রকাশ্য পাপ কী? উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধরুন– গাড়িতে আপনি এতো উচ্চস্বরে গান শুনছেন যে, আশপাশের লোকজনও তা শুনছে।

এতে করে আপনি মানুষের সামনে আপনার এই পাপের ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, আমি এই গান শুনবো, যদিও আল্লাহ তাআলা এটাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য পাপ। বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায় বসে নিজের অসৎকর্ম, অন্যায় ও পাপাচার নিয়ে মজা করা প্রকাশ্য পাপেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন– একটি মেয়েকে কীভাবে আপনি উত্ত্যক্ত করলেন, কীভাবে মদের নেশায় আসক্ত হলেন, কীভাবে ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়লেন, কেমন করে চুরি করলেন ইত্যাদি। এমতাবস্থায় বান্দা যদি তার পাপ কাজ থেকে ফিরে এসে তাওবাহ না করে, তাহলে আশঙ্কা আছে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না! এর চেয়ে আরও মারাত্মক ও জঘন্য ব্যাপার হচ্ছে– কোনো তরুণ তার সঙ্গীর পাপাচার ও অন্যায় আচরণের কথা বিস্তারিতভাবে শোনা। এমতাবস্থায় সঙ্গী তরুণটি ঘটনাটিকে একটি বানোয়াট গল্পে রূপান্তর করে। অথচ সে এমনটি আদৌ করেনি। অহেতুক সে আপত্তিকর ভ্রমণ, অবৈধ সম্পর্ক ও নানাবিদ মন্দ কাজের কথা তার বন্ধুদের সাথে গল্পের ঢংয়ে বলতে আরম্ভ করে। মনে রাখবেন– যা কিছু আপনি বলছেন, সবকিছুই ফেরেশতারা নোট করে নিচ্ছে। কাল কিয়ামতের দিন আপনাকে এ গল্প-গুজবগুলোর হিসেব দিতে হবে। যদিও এটা ছিল মিথ্যা। জাহান্নাম ছাড়া তখন আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আমীন ॥

বান্দা গুনাহ করতে করতে গুনাহ করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়, অন্তরে সে গুনাহকে ছোটো মনে করতে থাকে। আর এটাই হল ধ্বংসের নিদর্শন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- 'একজন মুমিন সে গুনাহকে এমনভাবে ভয় করে যে, সে যেন একটি পাহাড়ের নিচে আছে, আর আশংকা করছে– পাহাড়টি তার ওপর ভেঙ্গে পড়বে। পক্ষান্তরে একজন বদকার ব্যক্তি সে তার গুনাহকে মনে করে তার নাকের ওপর একটি মাছি বসে আছে, হাত নাড়া দিল আর সে চলে গেল।'

অনেকেই আগ্রহ ভরে হারাম জিনিস যেমন পত্র-পত্রিকার খারাপ দৃশ্য বা টিভি সিরিয়াল বা সিনেমার দিকে নজর দেয়, এমনকি এদের কেউ কেউ যখন জানতে পারে যে, এটি হারাম; তখন খুবই রসিকতা করে প্রশ্ন করে– এতে কতোটুকু গুনাহ রয়েছে? এটি কি কবীরা গুনাহ না সগীরা গুনাহ? আপনি যখন এটির বাস্তব অবস্থা জানবেন তখন তুলনা করে দেখুন হাদীসটির সাথে।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– 'তোমরা এমন সব কাজ করো– যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহর যুগে এগুলোকে মনে করতাম ধ্বংসকারী।' আমরা এই পাপ কাজকে ছোটো মনে করি। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

'তোমরা যিনা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ কাজ এবং খুবই খারাপ পথ।' *[সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৩২]*

আমার ভাই! আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি– এটা কি সম্ভব যে, 'যিনা হারাম এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ'– এ কথা জানা সত্ত্বেও এতে কেউ লিপ্ত হতে পারে? এটাও কি সম্ভব যে, কোনো মুমিন ব্যক্তি হাজার হাজার মানুষের সামনে এই মন্দ কাজের কথা গান-বাদ্যের মাধ্যমে ক্যাসেট বাজিয়ে ছড়াতে পারে? নিঃসন্ধেহে এমনটি কোনো ঈমানদারের কাজ হতে পারে না।

একজন মুমিন যদি কখনো এমন পাপ কাজে জড়িয়েও পড়ে অথবা কখনো সেদিকে তার পা চলে যায়, তাহলে তো আফসোস ও লজ্জায় তার অবস্থা হওয়া দরকার রাসূলের সাহাবী হযরত মায়িয বিন মালিক আসলামী (রা.)-এর মতো। ঘটনাটি হচ্ছে– হযরত মায়িয বিন মালিক (রা.) যখন রাসূল (সা.)-এর নিকট বার বার ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করছিলেন তখন রাসূল তার প্রতি এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ করেননি। চার বারের পর তিনি তাকে এও বলেন– হয়তো বা তুমি তাকে চুমু দিয়েছো, ধরেছো কিংবা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছো। কারণ এতে করে তিনি তাকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট খাঁটি তওবা করার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলেন।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যভিচারের জন্য তওবা করাই যথেষ্ট। তবে যদি ব্যভিচার করার কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাহলে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। আমরা জানি, নামায পড়া অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। তবে কেউ যদি নামায না পড়ে তাহলে এতে সে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, কিন্তু এতে অন্যের কিংবা সমাজের কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু ব্যভিচার এমন একটি পাপ যা একা হয় না; অন্যে আর একজন পুরুষ কিংবা নারীর প্রয়োজন হয়। সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয়।

ডিভোর্স বৃদ্ধি পায়, সমাজে মর্যাদার হ্রাস ঘটে। বিভিন্ন যৌন রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন– সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস ইত্যাদি।

পাশাপাশি ব্যভিচারের প্রসারের ফলে এগুলো মহামারী আকার ধারণ করে। তাই ব্যভিচার বন্ধের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রয়োজন। কারণ যদি কোনো শাস্তির ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে এটা ব্যপকভাবে প্রসার পেতো। তাই ব্যভিচারীর শাস্তির প্রয়োজন। মুমিনের অন্তর গুনাহের কারণে জ্বলে উঠে। মুমিন গুনাহ করলে তৎক্ষণাত তাওবাহ করে নেয়। নিজের কৃত পাপের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় সংকল্প করে। এরপর সে আল্লাহর নৈকট্য সৃষ্টিকারী কাজ অধিক হারে করে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

'আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না।' *[সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩৫]*

Contents

ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় জরুরি

প্রিয় ভাই! একজন মুমিন আর একজন ফাসিক পাপীষ্ঠের মাঝে পার্থক্য জেনে রাখা আমাদের জন্য আবশ্যক। একজন অসৎ ব্যক্তির বন্ধুত্ব ও মেলামেশা হয়ে থাকে নাফরমান লোকদের সাথে। সে কোনো নেককার মুত্তাকী লোক দেখলে তাকে এড়িয়ে চলে। কখনো তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। চোখ ফিরিয়ে নেয়। মাথা নীচু করে রাখে। এমনকি কখনো কখনো সৎ লোক ও দীনদারদের সম্পর্কে কটুক্তি পর্যন্ত করে বসে।

অন্যদিকে, মুমিনের অনন্য গুণ হচ্ছে– সে যদি কখনো আল্লাহ তাআলার নাফরমানিও করে বসে, কিন্তু সে তাওবাহকারীদের সম্পর্কে কটুক্তি করে না। সুদ ছেড়ে দেয়া লোকদেরকে উপহাস করে না। যিনা-ব্যভিচার থেকে ফিরে আসা লোকদের সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে না। যেমন, সমাজের অনেক লোক বলে থাকে– নেককার লোকদের যৌন তাড়না নেই। অথচ একথা মোটেও ঠিক নয়। তাদের মনেও যৌনতা জাগ্রত হয়। নাফরমানদের মতো তাদে অন্তরেও ধন-সম্পদের মোহ জাগে। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে– তারা নফস আল্লাহর ভয়ে সংযত রাখে। প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ সে আল্ল নেয়ামতের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

فَأَمَّا مَنْ طَغَى. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

'সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে, আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তার আবাসস্থল। আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।' *[সূরা নাযিয়াত : আয়াত ৩৭-৪১]*

আপনি কি কোনো বাধার সম্মুখিন?

সম্মানিত ভাই! আপনার বন্ধু ও সতীর্থরা কি আপনার ভালো ও কল্যাণকর কাজের ক্ষেত্রে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়? এমতাবস্থায় আপনার জন্য জরুরি হচ্ছে– যারা পাপ কাজে সহযোগিতা করে তাদেরকে পরিত্যাগ করা। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে না পারলে আবারও সে পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ.

'আন্তরিক বন্ধুরাই সেদিন একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে, মুত্তাকীরা ছাড়া।' *[সূরা যুখরুফ : আয়াত ৬৭]*

খারাপ সাথীরা একে অপরকে কিয়ামতের দিন অভিশাপ দেবে। এজন্য হে তরুণ ভাইয়েরা! আপনাকে এদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে ও এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে, যদি আপনি তাদেরকে দাওয়াত দিতে অপারগ হন। য়তান যেন আপনার ঘাড়ে আবার সওয়ার হবার সুযোগ না পায় এবং পনাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আবার কুপথে নিয়ে না যায়। আর আপনি তো নেন যে, আপনি দুর্বল তাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেন না। এ ধরনের নেক ঘটনা রয়েছে যে, অনেক লোকই তার পুরাতন বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পর আবার পাপে জড়িয়ে পড়েছে।

আপনি দেখবেন– এদের কেউ কেউ সগীরা গুনাহকে খুবই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। যেমন বলে– একবার খারাপ কিছু দেখলে অথবা কোনো বেগানা মহিলার সাথে করমর্দন করলে কি-ই বা ক্ষতি হবে?

Contents

যৌন তাড়না : সমস্যা ও সমাধান

তরুণদের অধিকাংশ চঞ্চলতা ও অধিকহারে বিপথগামী করার পেছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করে যৌন তাড়না। এই যৌন চাহিদা সর্বপ্রথম আহ্বান করে চোখকে। যেমন– গাইরে মাহরাম নারী ও ছোটো ছেলেদের দিকে কামভাব নিয়ে তাকানো, ছবি ও ফিল্ম দেখা, গল্প-উপন্যাস ও অন্যান্য অশ্লীল সাতিহ্য পড়া।

প্রথম দৃষ্টি মানুষকে প্রেমের দিকে আহ্বান করে। কেননা, এ জাতীয় ছবি ও কল্পনা সহজেই তার মনে গভীর রেখাপাত করে যায়। মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও ইচ্ছা-অভিরুচিতের ভেতর যখন এই জল্পনা-কল্পনা প্রভাব বিস্তার করে, তখন সে আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে পড়ে। প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে মানুষ কখনো কখনো শিরকে নিমজ্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ.

'আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর। আর যদি যালিমগণ দেখে– যখন তারা আযাব দেখবে যে, নিশ্চয় সকল শক্তি আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ আযাব দানে কঠোর।' *[সূরা বাকারাহ : আয়াত ১৬৫]*

গাইরুল্লাহর প্রতি এতো টান ও ভালোবাসা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। জনৈক কবির বর্ণনায়–

لا تدعني الا يا عبدها * فانه اشرف اسمائی

'আমাকে আমার প্রিয়ার পূজারী বলে ডাকো, কেননা আমার সমুদয় নামের মধ্যে এ নামটি অধিক সম্মানিত।'

এ জাতীয় আরও বহু শিরকী কবিতা রয়েছে। আমাদের সমাজে বেগানা যুবক-যুবতীর প্রেম-ভালবাসার নামে যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি উত্তাল সাগরের-

উর্মিমালার মতো বহমান রয়েছে তা যে সম্পূর্ণ রূপে অবৈধ ও হারাম– এতে কি কোনো সন্ধেহ আছে? বিবাহের পূর্বে এরূপ প্রেম-ভালোবাসা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়, অবৈধ। ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী কোন যুবতী কোনো অবস্থায় কোনো যুবকের সান্নিধ্যে থাকতে পারে না।

উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন– কোনো পুরুষ যখন কোনো নারীর সাথে একান্তে থাকে, তখন তাদের মাঝে তৃতীয়জন হিসেবে উপস্থিত হয় স্বয়ং শয়তান তাদের মাঝে ভাবাবেগকে উৎসাহিত করে এবং উভয়ের মাঝে খারাপ কুমন্ত্রণা দিতে থাকে এবং সর্বশেষে লজ্জাকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। এতে তারা নিজেরা যেমনি কঠিন গোনাগার হবে, তেমনি তাদেরকে এই মেলামেশার সুযোগ দেয়ার কারণে তাদের পিতা-মাতা ও অভিভাকদেরকে হাদীস শরীফে দাইয়ূস বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, দাইয়ূস জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

তাই এইসব ব্যাপারে সকলের কঠোরভাবে সাবধান হওয়া জরুরি এবং তা মানের দাবী। আর এই অবৈধ ভালোবাসার প্রতিরোধের জন্যই আল্লাহ -নারীকে দিয়েছেন পর্দার বিধান। এই বিধান নারী-পুরুষ উভয়ে পরিপূর্ণ :প পালন করলে সমাজে ওই রকম অবৈধ ভালোবাসার কোনো অবকাশই থাকবে না। তবে হ্যাঁ, যে কেউ তার মনের মতো জীবন সঙ্গীনী পছন্দ করে রাখতে পারে বটে। কিন্তু তাই বলে তার সাথে বিবাহের পূর্বে কোনো রকম প্রেম-প্রেম খেলা শুরু করতে পারবে না। কেননা বিবাহের ইচ্ছা থাকলেও বিবাহ না করা পর্যন্ত এভাবে প্রেম-ভালোবাসা করা গুনাহে কবিরা ও হারাম। এমন কি বিবাহের কথা পাকাপাকি হয়ে গেলেও আকদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো প্রেম-ভালোবাসা জায়িজ নয়। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী হওয়ার পরই কেবল প্রেম ভালোবাসা করতে পারে এবং তা পবিত্র ও সাওয়াবের কাজ।

অবৈধ প্রেম-ভালোবাসায় জড়িত হয়ে অনেক তরুণ-তরুণীর জীবন অকালে ঝড়ে পড়ছে। তাদের লেখা-পড়ার ক্ষতি হচ্ছে। সময়ের অপচয় হচ্ছে। স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। সাজানো সংসার ভেঙ্গে চুরমান হচ্ছে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো– ঈমানের জ্যোতি নিভে যাচ্ছে। দীনদারিত্ব নষ্ট হচ্ছে। আসলে ভালোবাসা বলতে যা বুঝায়– বর্তমান যুবক-যুবতীর এই ভালোবাসা সেই ভালোবাসা নয়।

প্রিয় ভাই! অনেক সময় দেখা যায়– তাদের এই ভালোবাসায় অভিভাবকদের সম্মতি থাকে না বিধায় তাদের মুখে চুনকালি দিয়ে পালিয়ে যায়। আবার কিছু দিন পরে যখন প্রেমের আবেগ-নেশা টুটে যায়, তখন কালো মেঘের ছায়ার মতো নেমে আসে নানাবিধ অস্বস্তি ও যন্ত্রণা। তখন তড়িৎ গতিতে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তারা সর্বনাশা প্রেমে একুল-অকুল সবই হারায়। তারা কি জানে না! প্রেম কি? ভালবাসা কি? তার প্রতিফল কি? কেনো জানবে না? হ্যাঁ তারা জানে, প্রেম এক মরণাত্মক যন্ত্রণার নাম। একটি হৃদয়বিদারক সংক্রামক রোগ– যা অত্যন্ত ছোঁয়াচে। বড়োই মারাত্মক এ প্রেম। যে একবার এ পথে পা বাড়িয়েছে সে কখনও সুখের ছায়া দেখেনি। কেননা তাতে রয়েছে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর নারাজী। প্রেমের প্রধান উৎস হচ্ছে আবেগ আর প্রচন্ড এই আবেগই হচ্ছে প্রেমের চালিকাশক্তি। কিন্তু গভীর এই আবেগকৃত প্রেমের গভীরতা যখন থেমে যায়, তখন প্রেমের বদলে জন্ম নেয় মোহ। কচুপাতার পানির মতো এক সময় এই মোহও ঝড়ে পড়ে। তখন স্বপ্ন সাধ, আশা, ভালোবাসা সবই হয়ে যায় চূর্ণ। কেউ কেউ আবার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রতিক্রিয়া দেখায়। কেউ প্রতিশোধ নেয় (এসিড, খুন বা যুবতীর বিবাহ ভঙ্গন) কেউ চিরকুমার থেকে যায়, কেউ করে আত্মহত্যা।

ভালোবাসার নামে দেশের ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় যুব সমাজকে ধ্বংস নিঃশেষ এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যার ফলে পরিবার, সমাজ সবই হ[illegible] কলংকিত, অধঃপতিত। যার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রতিদিনই পত্রিকার পাতায় চো[illegible] বোলালেই দেখতে পাই। তারপরও কি আমরা সে পথ থেকে ফিরে আসতে পারি না?

সময় থাকতে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারি না? হ্যাঁ ভালোবাসা বড়ো মহৎ একটি গুণ। এর দ্বারাই মা সন্তানদেরকে ভালোবাসে, স্বামী-স্ত্রীকে ভালোবাসে, আত্মীয় স্বজন একে অপরকে ভালোবাসে।

অবৈধ প্রেমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অন্তর আল্লাহর ভয় থেকে খালি হয়ে যায়। তার চেহারায় চমকায় না কালিমা তাইয়েবার আলো। আক্রান্ত ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে তৃপ্তি পায় না। আল্লাহ তাআলার বর্ণনা মতে– তাদের চেহারায় রাতের অন্ধকার ছেয়ে থাকে। দুনিয়ার এই অন্ধকার আখিরাতের অন্ধকারের নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

'আর যারা মন্দ উপার্জন করবে, প্রতিটি মন্দের প্রতিদান হবে তারই অনুরূপ; আর লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদের কোনো রক্ষাকারী নেই। যেন অন্ধকার রাতের এক অংশ দিয়ে তাদের চেহারাগুলো ঢেকে দেয়া হয়েছে। তারাই আগুনের অধিবাসী, তারা তাতে স্থায়ী হবে।' *[সূরা ইউনুস : আয়াত ২৭-২৮]*

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশা করেন–

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ.

'সেদিন কিছু কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে। সহাস্য, প্রফুল্ল। আর কিছু কিছু চেহারার ওপর সেদিন থাকবে মলিনতা। কালিমা সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে।' *[সূরা আবাসা : আয়াত ৩৮-৪১]*

প্রিয় তরুণ ভাইয়েরা! এতো ভয়ঙ্কর রাস্তার নামই কি ভালোবাসা! তারপরও বুঝে আসে না, কি করে যে বিনা বিবেচনায় আজকের তরুণ-তরুণীরা তা বরণ করে নেয়। যারা অবৈধ প্রেমের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে তাদেরকে বলছি– এ হারাম পথে কেনো নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চান? আল্লাহর পথে জীবন পরিচালিত হয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করুন। যেখানে থাকবে না কোনো অশান্তি, কোনো কষ্ট, শুধু থাকবে সুখ আর সুখ, শান্তি আর শান্তি। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে ভালোবাসা বলতে যা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে ইসলামবিরোধী। কিন্তু শত আফসোস হলেও সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত ও সচেতন স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা এই ভালোবাসা নামক মরণব্যাধিতে আক্রান্ত। যার ফলে অকালে ঝড়ে যাচ্ছে হাজারো জীবন। প্রতিনিয়ত এসিডে দগ্ধ হচ্ছে হাজারো নারী। আধুনিক বিশ্বে আধুনিক প্রেমের বেলায় এটি নির্মমম বাস্তবতা।

তাই বলতে হয় এটা ভালোবাসা নয় এটা মরণ নেশামাত্র। এই অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা ইহকাল-পরকালের অসংখ্য বিপদ ও দুর্দশা ডেকে আনে। যেমন– আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা ও তাঁর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে তাঁর কোনো সৃষ্টির ভালোবাসা ও তার স্মরণে নিমগ্ন হওয়া। কারণ, উভয়টি একত্রে সমভাবে কারোর হৃদয়ে অবস্থান করতে পারে না। তার অন্তর আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যকে ভালোবাসার দরুন নিদারুণ কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হয়। কারণ, প্রেমিক কখনো চিন্তামুক্ত হতে পারে না। বরং তাকে সর্বদা চিন্তাযুক্তই থাকতে হয়। প্রিয় বা প্রিয়াকে না পেয়ে থাকলে তাকে পাওয়ার চিন্তা এবং পেয়ে থাকলে তাকে আবার কখনো হারানোর চিন্তা।

প্রেমিকের অন্তর সর্বদা প্রিয় বা প্রিয়ার হাতেই থাকে। সে তাকে যেভাবেই চালাতে চায় সে সেভাবেই চলতে বাধ্য। তখন তার মধ্যে কোনো নিজস্ব ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকে না। এর চাইতে আর বড়ো কোনো লাঞ্ছনা আছে কি? দীন-দুনিয়ার সকল কল্যাণ থেকে সে বঞ্চিত হয়। কারণ, ধর্মীয় কল্যাণের জন্য তো আল্লাহ তাআলার প্রতি অন্তরের উন্মুখতা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর তা প্রেমিকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অন্য দিকে দুনিয়াবী কল্যাণ তো দীনি কল্যাণেরই অধীন। দীনি কল্যাণ যার হাত ছাড়া হয় দুনিয়ার কল্যাণ সুস্থভাবে কখনো তার হস্তগত হতে পারে না।

দীন-দুনিয়ার সকল বিপদ তার প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। কারণ, মানুষ যখন আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারোর প্রেমে পড়ে যায় তখন তার অন্তর আল্লাহবিমুখ হয়ে পড়ে। আর কারোর অন্তর আল্লাহবিমুখ হলে শয়তান তার অন্তরে হাঁটু গেড়ে বসে। তখনই সকল বিপদাপদ তার দিকে দ্রুত ধাবমান হয়। কারণ, শয়তান তো মানুষের আজন্ম শত্রু। আর কারোর কঠিন শত্রু যখন তার ওপর কাবু করতে পারে তখন কি সে তার যথাসাধ্য ক্ষতি না করে এমনিতেই বসে থাকবে? শয়তান যখন প্রেমিকের অন্তরে অবস্থান নিয়ে নেয় তখন সে উহাকে বিক্ষিপ্ত করে ছাড়ে এবং তাতে প্রচুর কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয়। কখনো কখনো এমন হয় যে, সে একান্ত বদ্ধ পাগলে পরিণত হয়। এমনকি প্রেমিক কখনো কখনো প্রেমের দরুন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নিজের সকল অথবা কিছু বাহ্যেন্দ্রিয় হারিয়ে বসে। প্রত্যক্ষ তো এভাবে যে, প্রেমে পড়ে তো অনেকে নিজ শরীরই হারিয়ে বসে। ধীরে ধীরে তার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তার কোনো ইন্দ্রিয়ই আর সুস্থভাবে বাহ্যিক কোনো কাজ সমাধা করতে পারে না।

পরোক্ষ বাহ্যেন্দ্রিয় লোপ তো এ ভাবেই যে, প্রেমের দরুন তার অন্তর যখন বিনষ্ট হয়ে যায় তখন তার বাহ্যেন্দ্রিয়গুলোও আর সঠিক কাজ করে না। তখন তার চোখ আর তার প্রিয়ের কোনো দোষ দেখে না। কান আর প্রিয়কে নিয়ে কোনো গান শুনতে বিরক্তি বোধ করে না। মুখ আর প্রিয়ের অযথা প্রশংসা করতে লজ্জা পায় না। এই অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা এক পর্যায়ে তার প্রিয় পাত্রই তার চিন্তা-চেতনার একান্ত কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। তখন তার সকল শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমূহ অচল হয়ে পড়ে। তখন সে এমন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যার চিকিৎসা একেবারেই দুষ্কর।

এ ছাড়াও প্রেমের আরো অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন, কোনো প্রেমিক যখন লোক সমাজে তার প্রেমের কথা প্রকাশ করে দেয় তখন তার প্রিয়ের ওপর সর্ব প্রথম বিশেষভাবে যুলুম করা হয়। কারণ, মানুষ তখন অনর্থকভাবে তাকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করতে থাকে। এমনকি তার ব্যাপারে কোনো মানুষ কোনো কথা বানিয়ে বললেও অন্যরা তা বিশ্বাস করতে একটুও দেরি করে না। এমনকি তার ব্যাপারে কোনো মানুষ কোনো কথা বানিয়ে বললেও অন্যরা তা বিশ্বাস করতে একটুও দেরি করে না। এমন কি শুধু প্রিয়ের ওপরই যুলুম সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা তার সমস্ত পরিবারবর্গের ওপরও বর্তায়। কারণ, এতে করে তাদেরও প্রচুর মানহানী হয়। অন্যদেরকেও মিথ্যারোপের গুনাহে নিমজ্জিত করা হয়।

আর যদি প্রিয় বা প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য অন্যের সহযোগিতা নেওয়া হয় তখন তারাও গুনাহগার হয়। এ পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে তাদের অনেককে কখনো কখনো হত্যাও করা হয়। কতো কতো গভীর সম্পর্ক যে এ কারণে বিচ্ছিন্ন করা হয় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কতো প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের অধিকার যে এ ক্ষেত্রে বিনষ্ট হয় তার কোনো হিসেব নেই। আর যদি এ ক্ষেত্রে যাদুর সহযোগিতা নেওয়া হয় তা হলে একে তো শিরক আবার এর ওপর কুফুরী। এদিকে যদি প্রিয় বা প্রিয়া মিলেই যায় তখন একে অপরকে নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের ওপর যুলুম করতে সহযোগিতা করে এবং একে অপরের সন্তুষ্টির জন্য কতো মানুষের কতো মাল যে হরণ করে তার কোনো হিসেব নেই। আর যদি প্রিয় বা প্রিয়া অত্যন্ত চতুর হয়ে থাকে তখন সে প্রেমিককে আশা দিয়ে দিয়ে তার সকল সম্পদ বিনষ্ট করে দেয়। কখনো সে এমন কান্ড একই সঙ্গে অনেকের সাথেই করে বেড়ায়।

তখন প্রেমিক রাগ করে কখনো তাকে হত্যা বা মারাত্মকভাবে আহত করে। সুতরাং কোনো বুদ্ধিমান এতো কিছু জানার পরও এ জাতীয় প্রেমে কখনো আবদ্ধ হতে পারে কি?

সমকামিতার পরিণতি

উলামায়ে ইসলামের সর্বসম্মত ঐকমত্যে 'লাওয়াতাত' তথা সমকাম বা পায়ুগমন কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা কবীরা গুনাহ সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.

'তোমরা যদি সেসব কবীরা গুনাহ পরিহার করো– যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো সম্মানজনক প্রবেশস্থলে।' [সূরা নিসা : আয়াত ৩১]

কবিরা গুনাহ কেবল তাওবাহ দ্বারাই মাফ হয়। তাই সমকামিতায় আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তাওবাহ করা আবশ্যক। হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় এ কাজে লিপ্ত হলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করেন– যা ইতিঃপূর্বে কাউকে প্রদান করেননি। তিনি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের ঘরবাড়ি তাদের ওপরই উল্টিয়ে দিয়ে ভূমিতে তলিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.

'যা চিহ্নিত ছিল তোমার রবের কাছে। আর তা যালিমদের থেকে দূরে নয়।' *[সূরা হূদ : আয়াত ৮৩]*

আল্লাহ তাআলা উক্ত কাজকে অত্যন্ত নোংরা কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ও তদীয় রাসূল (সা.) সমকামীদেরকে তিন তিন বার লা'নত দিয়েছেন যা অন্য কারোর ব্যাপারে দেননি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল (সা.) বলেন– 'আল্লাহ তাআলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ তাআলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ তাআলা সমকামীকে লা'নত করেন।' *[মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ২৯১৫]*

সমকামিতার মধ্যে এতো বেশি ক্ষতি ও অপকার নিহিত রয়েছে– যার সঠিক গণনা সত্যিই দুষ্কর। প্রথমতঃ সমকামই হচ্ছে চারিত্রিক এক অধঃপতন। স্বাভাবিকতা বিরুদ্ধ। এরই কারণে লজ্জা কমে যায়, মুখ হয় অশ্লীল এবং অন্তর হয় কঠিন, অন্যদের প্রতি দয়া-মায়া সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে

একেবারেই তা এককেন্দ্রিক হয়ে যায়, পুরুষত্ব ও মানবতা বিলুপ্ত হয়, সাহসিকতা, সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ বিনষ্ট হয়। নির্যাতন ও অঘটন ঘটাতে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সাহসী করে তোলে। উচ্চ মানসিকতা বিনষ্ট করে দেয় এবং তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বেকুব বানিয়ে তোলে। তার ওপর থেকে মানুষের আস্থা কমে যায়। তার দিকে মানুষ খিয়ানতের সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকায়। উক্ত ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় এবং উত্তরোত্তর সার্বিক উন্নতি থেকে ক্রমান্বয়ে পিছে পড়ে যায়।

এই বদঅভ্যাসের কারণে অস্থিরতা ও ভয়-ভীতি অধিক হারে বেড়ে যায়। মানসিক বিশৃঙ্খলতা ও মনের অশান্তি তার নিকট প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সে ব্যক্তির জন্য নগদ শাস্তি– যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যকে ভালোবাসবে। আর এ সম্পর্ক যতোই ঘনিষ্ঠ হবে মনের অশান্তি ততই বেড়ে যাবে।

এ ছাড়াও উক্ত অবৈধ সম্পর্ক অনেক ধরনের মানসিক রোগের জন্ম দেয়– যা বর্ণনাতীত। যার দরুন তাদের জীবনের স্বাদ একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এ জাতীয় লোকেরা একাকী থাকাকেই বেশি ভালোবাসে এবং তাদের একান্ত শিকার অথবা উক্ত কাজের সহযোগী ছাড়া অন্য কারোর সাথে এরা একেবারেই মিশতে চায় না। তাদের মাঝে স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বহীনতা ধীরে ধীরে জন্ম নেয় এবং তাদের মেযাজ পরিবর্তন হয়ে যায়। যে কোনো কাজে এরা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

ধীরে ধীরে সমকামীরা নিয়ন্ত্রণহীন যৌন তাড়নায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সদা সর্বদা সে যৌন চেতনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এদের মধ্যে ধীরে ধীরে মানসিক টানাপড়েন ও বেপরোয়াভাব জন্ম নেয়। তেমনিভাবে এদের মধ্যে বিরক্তি ভাব, নিরাশা, কুলক্ষুণে ভাব এবং আহমকি জযবাও জন্ম নেয়।

এদিকে, শারীরিক ক্ষতির কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কিছু দিন পর পরই এ সংক্রান্ত নতুন নতুন রোগ আবিষ্কার করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ জাতীয় কোনো একটি রোগের ঔষুধ খুঁজতে খুঁজতেই দেখা যায় নতুন আরেকটা রোগ আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। এই তো হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যিকার ফলাফল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল (সা.) বলেন–

«لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِيْ أَسْلَافِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا.

'কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যভিচার তথা অশ্লীলতা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে অবশ্যই মহামারি ও বহু প্রকারের রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিল না।' *[সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৪০৯১]*

এ জাতীয় মানুষের নিজ স্ত্রীর প্রতি ধীরে ধীরে অনীহা জন্ম নেয়। এদের লিঙ্গের কোষগুলো একেবারেই ঢিলে হয়ে যায়। যদ্দরুন পেশাব ও বীর্যপাতের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না। এরই ফলে সিফিলিস রোগেরও বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে। লিঙ্গ, হৃৎপিণ্ড, আঁত, পাকস্থলী, ফুসফুস ও অণ্ডকোষের ঘা এর মাধ্যমেই এ রোগের শুরু। এমনকি পরিশেষে তা অঙ্গ বিকৃতি, অন্ধত্ব, জিহ্বা'র ক্যান্সার এবং অঙ্গহানীর বিশেষ কারণও হয়ে দাঁড়ায়। এটি ডাক্তারদের ধারণায় একটি দ্রুত সংক্রামক ব্যাধি। কখনো কখনো এরা গনোরিয়ায়ও আক্রান্ত হয় এবং এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা সাধারণতঃ একটু বেশি।

হেরপেস রোগও এ সংক্রান্ত একটি অন্যতম ব্যাধি। এ রোগ হলে প্রথমে লিঙ্গাগ্রে চুলকানি অনুভূত হয়। অতঃপর চুলকানির জায়গায় লাল ধরনের ফোস্কা জাতীয় কিছু দেখা দেয় যা দ্রুত বড়ো হয়ে পুরো লিঙ্গে এবং যার সাথে সমকাম করা হয় তার গুহ্যদ্বারে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোর ব্যাথা খুবই চরম এবং এগুলো ফেটে গিয়ে পরিশেষে সেস্থানে জ্বলন ও পুঁজ সৃষ্টি হয়। কিছু দিন পর রান ও নাভীর নীচের অংশও ভীষণভাবে জ্বলতে থাকে। এমনকি তা পুরো শরীরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং তা মগজ পর্যন্তও পৌঁছোয়। এ রোগের শারীরিক ক্ষতির চাইতেও মানসিক ক্ষতি আরো অনেক বেশি। এইডস্‌ও এ সংক্রান্ত একটি অন্যতম রোগ। এইডস্-এর কারণে মানুষের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। যার দরুন যে কোনো ছোট রোগও তাকে সহজে কাবু করে ফেলে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা– এ রোগে আক্রান্ত শতকরা ৯৫ জনই সমকামী এবং এ রোগে আক্রান্তদের শতকরা ৯০ জনই তিন বছরের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে।

সমকামের নেশা থেকে বাঁচার উপায় অবশ্যই রয়েছে।

প্রথমত : দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে। কারণ, দৃষ্টিই হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত একটি তীর– যা শুধু মানুষের আফসোসই বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং শ্মশ্রুবিহীন ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে একেবারেই বিরত থাকতে হবে। তা হলেই সমকামের প্রতি অন্তরে আর উৎসাহ জন্ম নিবে না।

দ্বিতীয়ত : বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি– যার মাধ্যমে সে প্রিয়-অপ্রিয়ের স্তরসমূহের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। তখনই সে মূল্যবান বন্ধুকে পাওয়ার জন্য নিম্নমানের বন্ধুকে ছাড়তে পারবে এবং বড়ো বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ছোটো বিপদ মাথা পেতে মেনে নিতে পারবে। তৃতীয়তঃ ধৈর্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যার ওপর নির্ভর করে সে উক্ত কর্মসমূহ আঞ্জাম দিতে পারবে। কারণ, এমন লোকও আছে যাদের মধ্যে প্রথমোক্ত গুণ রয়েছে। তবে সে তা বাস্তবায়ন করতে পারছে না তার মধ্যে দ্বিতীয় গুণটি না থাকার দরুন।

সুতরাং কারোর মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা এবং যার ভালোবাসা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার অধীন নয় তার ভালোবাসা একত্র হতে পারে না। অন্য কথায়, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা নেই, সে-ই একমাত্র মহিলাদের অথবা শ্মশ্রুবিহীন ছেলেদের ভালোবাসায় মত্ত থাকতে পারে। দুনিয়ার কোনো মানুষ যখন তাঁর ভালোবাসায় কারোর অংশীদারি সহ্য করতে পারে না তখন আল্লাহ তাআলা কেনো তাঁর ভালোবাসায় অন্যের অংশীদারি সহ্য করবেন? আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁর ভালোবাসায় শিরক কখনোই ক্ষমা করবেন না।

মারাত্মক বদ অভ্যাস হস্তমৈথুন

বহু তরুণ আজ এই গোপনকর্ম তথা হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ কাজটি শরীয়ত কর্তৃক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং আল্লাহর নিকট খুবই অপছন্দনীয়। রাসূল (সা.) হতে হস্তমৈথুনকারীর কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার দেয়া এ সুন্দর যৌবনকালটাকে ক্ষয় করার জন্য যে ব্যক্তি তার স্বীয় লিঙ্গের পিছনে লেগে যায় এবং নিজ হাত দিয়ে এটা চর্চা করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তার এ হাত পরকালে সাক্ষী দেবে যে, সে এ পাপ কোথায় কতোবার করেছে।

হস্তমৈথুন এমনই একটি কাজ যার অর্থ নিজেকে কলুষিত করা। এটা একটা জঘন্য কলুষ বা পাপ বোধযুক্ত কাজ। হস্তমৈথুন এমনই গোপনীইয় পাপ যা মানুষ চোরের মত চুপিসারে করে এবং প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে।

আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, সাত প্রকারের লোকের প্রতি আল্লাহ লানত প্রদান করেছেন। কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিও নিবদ্ধ করবেন না এবং তিনি তাদেরকে বলবেন– তোমরা জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করো, যদি তারা তাওবাহ না করে মৃত্যুবরণ করে। সে সাত প্রকারের লোকদের মধ্যে একজন হলো হস্তমৈথুনকারী ব্যক্তি। [কিতাবুল কবায়ের : পৃ. ৬৩]

হাদীস শরীফে হস্তমৈথুনকারীকে মালউন বলা হয়েছে এবং তার জন্য রয়েছে পরকালে জাহান্নামের বেদনাদায়ক শাস্তি। এ কাজে পরকালও তার নষ্ট হয়ে গেল এবং ইহকালেও তার জন্য রয়েছে প্রচুর ক্ষতি। এ স্বভাবগত অভ্যাস দ্বারা স্বাস্থ্যও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। একবার সে কাজ করার পর পুনরায় তা আবার করতে ইচ্ছে হয়। আল্লাহ্‌র পানাহ! কয়েকবার সে কাজ করলে পুরুষাঙ্গে ফোলা চলে আসে এবং সে অঙ্গের নরম ও সূক্ষ্ম রগসমূহ ঘর্ষণে ঢিলে হয়ে যায় এবং পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অবশেষে অবস্থা এ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, কোনো নারীর প্রতি সামান্য কুদৃষ্টিপাত করলে, কিংবা নারীর কথা মনে কল্পনা করলে সাথে সাথে বীর্য বের হয়ে পড়ে। এমনকি কাপড়ের সাথে পুরুষাঙ্গ সংঘর্ষ হলেও বীর্য বের হয়ে পড়ে। বীর্য সে রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়, যা সমস্ত শরীরে খাদ্য পৌঁছানোর পর অবশিষ্ট থাকে। যখন প্রচুর পরিমানে বীর্য নির্গত হতে থাকবে তখন রক্ত সমস্ত শরীরে কীভাবে খাদ্য পৌঁছবে? ফলশ্রুতিতে শরীরের যাবতীয় কার্যক্রম লন্ডভন্ড হয়ে পড়বে।

অনেক লোক এটি এ কারণে করে থাকে যে, তারা জানে না– এটি আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.

'আর যারা তাদের নিজদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।' *[সূরা মুমিনূন : আয়াত ৫-৭]*

উক্ত আয়াতের দৃষ্টিকোণে স্বীয় স্ত্রী বা দাসী নারী ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে নিজের যৌন তাড়না নিবারণ করাকে সীমার অতিক্রম ও অতিরঞ্জন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই কুঅভ্যাসে লিপ্ত ব্যক্তি সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওই বাণীটি শুনেনি– যেখানে তিনি বলেছেন–'যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। রোযা তার প্রবৃত্তিকে দমন করে।'

[সহীহ বুখারী : হাদীস নং ১৯০৫: সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১৪০০]

হস্তমৈথুনের ক্ষতিকারক দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– মন দুর্বল হয়ে পড়ে। পাকস্থলী, যকৃত ও হৃদপিণ্ড নষ্ট হয়ে যায়। দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়। কানে শোঁ শোঁ আওয়াজ অনুভূত হয়। সর্বদা খিটখিটে মেজাজ থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠলে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শরীরের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা অনুভব হয় এবং চোখে ঝাপসা দেখে। বীর্য পাতলা হয়ে যাওয়ার কারণে সব সময় সামান্য সামান্য বীর্য নির্গত হতে থাকে, পেশাবের নালীতে বীর্য জমে থাকে ও দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। ফলে পেশাবের নালীতে ক্ষত হয়ে যায় এবং ক্ষতস্থান হতে পুঁজ বের হয়।

হস্তমৈথুনের ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। মেরুদন্ড দূর্বল হয়ে পড়ে। বিবাহের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। যদিও স্ত্রীর সাথে মিলন করার ক্ষেত্রে সফলও হয়, কিন্তু সন্তান সন্তুতি জন্ম নেয় না, ফলে নিঃসন্তান থেকে

যায়। মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। সবগুলো যে একজনের একসাথে প্রকাশ পাবে তা নয়। আস্তে আস্তে এগুলোর অধিকাংশই হস্তমৈথুনকারীদের মাঝে পাওয়া যাবে।

সুতরাং হে আমার ভাই! সাবধান! কখনো আপনি এমন ভুল কাজ করতে যাবেন না। এ শুধু আল্লাহ তাআলার নাফরমানিই নয়; বরং চরিত্র ও স্বাস্থ্যের জন্যও এটি মারাত্মক ক্ষতিকর। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকল প্রকার পাপ বোঝার এবং তা থেকে দূরে থাকার তাওফীক দিক।

মোবাইল ফোনে কথোপকথন... অতঃপর..!

একবার এক যুবক অকপটে আমার সাথে সত্য কথাটি বলে দিয়েছে। সে বলেছে– যে সময়টাতে আমি আল্লাহ্ তাআলা থেকে দূরে ছিলাম এবং নানা উদ্বিগ্নতায় ভুগছিলাম, সেই সময় মোবাইল ফোনে মিসড্ কল দেয়া এবং বিভিন্ন ধরনের রঙ-ঢঙয়ের কথা বলা ছাড়া আমার শান্তি লাগতো না। কোনো কোনো সময় তো পাঁচ-পাঁচ ঘন্টা, এমন কি ছয়-ছয় ঘন্টা অনবরত মিথ্যা প্রেম-প্রীতির কল্পকাহিনি বলতে থাকতাম। কখনো কখনো আধা ঘন্টা সময় ফোনের প্রস্তুতি নিতেই সময় ব্যয় করতাম। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে– অপর প্রান্ত হতে নারীর পরিবর্তে কথা বলতো পুরুষ। সে আমাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য নরম কণ্ঠে মিষ্টি সুরে বিভিন্ন মজার মজার কথা বলতো। এক পর্যায়ে নারীকণ্ঠের মতো ওপ্রান্তের লোক কথা বলবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাতের বেলা ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকে বসিয়ে রাখতো। যাতে আমি আরামে ঘুম যেতে না পারি। ধোঁকা খেতে খেতে এক সময় বারুদের মতো জ্বলে উঠতো বুকটা। তার পরও মিষ্টি প্রেমের কথা বলার এ নেশা ছাড়তে পারতাম না।

কেউ কেউ এভাবে বিভিন্ন আপত্তিকর কথাবার্তা মোবাইলে রেকর্ড করে নেয়। পরে ওই বন্ধুর নামে বদনামি রটায় এবং প্রমাণস্বরূপ এই রেকর্ড শোনায়। এভাবে রেকর্ডটি পৌঁছে যায় বিভিন্ন প্রান্তে। এক পর্যায়ে বিয়েতে গিয়ে বাধ সাধে এই রেকর্ড। অনেকেই ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হয়।

প্রত্যেক পিতা-মাতা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বীয় সন্তানের ভালো লেখাপড়া আশা করেন। তারা স্বপ্ন দেখেন, তাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখে অনেক বড়ো হবে, মানুষের মতো মানুষ হবে। এজন্য সিমাহীন কষ্ট ও নিদারুণ ত্যাগ স্বীকার করেন তারা। কিন্তু মোবাইল ফোন তাদের সেই স্বপ্নকে ভেঙ্গেচুরে নিঃশেষ করে দেয়।

মোবাইল ফোন একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার উজ্জ্বল আলো থেকে বঞ্চিত করে মূর্খতার ঘোর অন্ধকারে নিয়ে যায়। নিভিয়ে দেয় তার আশার প্রদীপ। ধ্বংস করে দেয় তার মূল্যবান জীবন। উইপোকা যেমন ধীরে ধীরে কাঠ খেয়ে ফেলে তেমনি মোবাইল ফোন একটি মেধাবী শিক্ষার্থীকে কুড়ে কুড়ে খায়। ফলে একসময় মোবাইল পাগল শিক্ষার্থীটি একটি জীবন্ত লাশে রূপ নেয়।

আজকাল উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের হাতে-হাতে মোবাইল ফোন দেখা যায়।

হে যুবক

কার চাইতে কে কত দামী ও উন্নত সেট ব্যবহার করতে পারে এ নিয়ে অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলছে নিয়মিত! নিত্য নতুন ডিজাইন ও কোয়ালিটির পিছনে যুবক-যুবতী ভাই-বোনেরা কত টাকা যে নষ্ট করছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই!!

প্রথমে মোবাইল ফোন দ্বারা মিসড্ কলের আদান-প্রদান। এরপর ম্যাসেজিং। কিছুদিন পর উল্টা-পাল্টা কথাবার্তা ও প্রতিশ্রুতি। অতঃএর এক নজরের একটু দেখার বাহানা। পরে সরাসরি আলাপ। আরও কিছুদিন পর নির্জন সান্নিধ্য... আর শেষে...?

মোবাইল ফোনের এই ভয়াবহ ক্ষতি থেকে ছাত্র, যুবক ও তরুণ সমাজকে বাঁচানোর জন্য আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। বিশেষ করে সরকার ও অভিভাবক শ্রেণির দায়-দায়িত্ব অনেক বেশি। প্রতিটি সচেতন অভিভাবককে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে– আমার স্কুল-কলেজ ও মাদরাসা পড়ুয়া প্রিয় সন্তানটির মোবাইল ফোন ব্যবহারের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা। প্রয়োজন থাকলে সে মোবাইল ফোনের অপব্যবহার করছে কিনা? সেই সাথে মনে রাখতে হবে– শয়তান সব সময় মানুষের পেছনে লেগে আছে। তাই মানুষ ভালোর পরিবর্তে খারাপের দিকেই সহজে ধাবিত হয়। তাছাড়া কম বুদ্ধির কারণে হোক বা সঙ্গ দোষের কারণে হোক, কিশোর ও তরুণ বয়সে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় বেশি হয়ে থাকে।

আনুগত্যের সুফল ও অবাধ্যতার কুফল

সুপ্রিয় তরুণ ভাইয়েরা আমার! আপনারা আনুগত্যের সুফল ও অবাধ্যতার কুফলের মাঝে এখনই কেনো পার্থক্য নির্ণয় করে নিচ্ছেন না? আনুগত্যের মাঝে আছে নূর। দুনিয়া-আখিরাতের অফুরান কল্যাণ। পক্ষান্তরে নাফরমানি ও অবাধ্যতার ফলাফল হচ্ছে পাপের ঘনঘোর অন্ধকার। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। অনেক মন্দের কুফলের সমষ্টি এই অবাধ্যতা। যার কয়েকটি এমন :

১. জ্ঞানার্জনে বাধা :

আমার ভাই! আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন– আপনার জ্ঞানার্জনে অন্যতম বাধা হচ্ছে গুনাহ ও অবাধ্যতা!

প্রিয় ভাই! আপনি কি নাফরমান ও অসৎ পথের পথিক তরুণদের দেখেননি? যাদের অধিকাংশই শিক্ষার ময়দানে যথেষ্ট পিছিয়ে! অনেক সময় তো এমন হয়ে থাকে যে, সে লেখাপড়া ছেড়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে সে নানাবিদ দুর্ভোগের শিকার হয়। কোনো কর্মসংস্থান বা চাকরি তার জোটে না। এ সুবাদে তার মূল্যবান সময় কাটে সহপাঠী ও বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায়। একেক সময় একেক কুমন্ত্রণা মাথায় এসে ভর করে তার। আর এমন সময়ে তো এমন কুমন্ত্রণা আসবেই। কথায় বলে– 'বেকার মস্তিষ্ক শয়তানের নীড়'। এদিকে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমি ও নেককার ছাত্রের দিকে দেখুন! সে তার শিক্ষার্জনে অহর্নিশ মশগুল। শিক্ষকেরা তাকে কাছে টানে। এমন ছাত্ররা সব সময় শিক্ষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে শিক্ষার্জন ছেড়ে দেয়া বা অন্য অহেতুক কাজে মন দেয়ার কল্পনাই করতে পারে না। সে নিজের এবং মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ ও ভবিষ্যতের উন্নতির পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা লিপ্ত থাকে।

২. আল্লাহর সাথে দূরত্ব :

যার কারণে আপনার অন্তরে এই ভয় ও শঙ্কা বয়ে যায়, তার কারণ হচ্ছে– আপনি আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করেছেন। এতে আপনার ভেতর এক ধরনের হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। ভয় জেগেছে। এটা কী করে হতে পারে যে, আপনি আল্লাহকে স্মরণও করবেন, আবার তাঁর অবাধ্যতাও করবেন?

তাঁর নাফরমানি করে কীভাবে আমরা তাঁর সামনে হাত পাতবো? এ জাতীয় দুঃশ্চিন্তা আমাদের মনে জমাট বাধে। এতে করে আপনি আরও আল্লাহর নাফরমানিতে ডুবে যান। এভাবেই আপনার এবং আল্লাহ তাআলার মাঝে বৃদ্ধি পায় দূরত্ব। অপরদিকে, একজন অনুগত মুমিন যুবক আল্লাহর আরও কাছে চলে আসে। সব সময় সে আল্লাহর কাছে দুআ করে এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে। আল্লাহর সমুদয় বিধি-বিধান মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করে। যিকির করে। ঘরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়। বেরোতেও আল্লাহর নাম নিয়ে বেরোয়। পানাহারের সময় আল্লাহর নাম নেয়। ভ্রমণের সময় বা কোথাও বেড়াতে গেলে আল্লাহর নাম নিয়ে যাত্রা করে। কোনো ভুল-ক্রটি হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কোনো দীনের ডাক পড়লে তৎক্ষণাত লাব্বাইক বলে উপস্থিত হয়। সব ভালো কাজে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করে।

৩. নিজের ও অন্যের মাঝে দূরত্ব :

একজন অসৎ অবাধ্য লোকের সাথে আপনি সাধারণ মানুষের বেশ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে দেখতে পাবেন। মানুষ তাকে পাশ কাটিয়ে চলে। লোকজন তাকে না পাত্তা দেয়, না তাকে ভালোবাসে। এভাবে অন্যের সাথে তার দূরত্ব তৈরি হয়। এর বিপরীতে, আল্লাহর অনুগত সৎ লোকদের পাশে লোকজন ভীড় করে। তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। তাকে দেখে খুশি হয়। তার সাথে বন্ধু থাকার সুবাদে গর্ব করে। তাকে এতোই বিশ্বাস করে যে, নিজের এবং তার মাঝে কোনো দূরত্বই সে অনুভব করে না। এসব কিছু কেনো হয়? এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছেন।

৪. বিপদের মুখোমুখী :

কোনো ব্যক্তি যখন নাফরমানি ও অবাধ্যতার পন্থা বেছে নেয়, তখন প্রতি কদমেই সে বিপদের মুখোমুখি হয়। ভালো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চাইলে সে টেকে না। ভালো লোকদের সাথে সাক্ষাত করতে চাইলে সে ভগ্ন মনোরথে ফিরে যেতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে ধ্বস নামে। কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করলে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। গাড়ি কিনলে এক্সিডেন্ড করে বা নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে যেখানেই সে পা বাড়ায় সেখানেই কেবল বাধা আর বাধা। সব ক'টি পথ তার জন্য রুদ্ধ। এর কারণ কী? কারণ হচ্ছে–

আল্লাহ্ যখন কোনো বান্দাকে অপছন্দ করে, তখন তার জীবন সংকীর্ণ করে দেন। হ্যাঁ,... কখনো কখনো এমন হয়ে থাকে যে, নিস্ফলতাই তার জন্য সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে। পদে পদে সে যখন কেবল বিমুখই হচ্ছে, এক সময় তার হুঁশ ফেরে। সাবধান হয়ে যায় সে। পথ পাল্টায়। ভালো হয়ে যায়। এভাবে এক সময় ইহকাল-পরকালের সফলতার সন্ধান পেয়ে যায়।

মৃত্যু : এক অমোঘ বাস্তবতা

আমার প্রিয় যুবক ভাইয়েরা! আপনি কি জানেন দুনিয়ার এই জীবন যতোই দীর্ঘ হোক না কেনো, এটা খুবই সংক্ষিপ্ত সময়। আমাকে আপনাকে নির্দিষ্ট সময়েই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

'প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ নয়।' *[সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৮৫]*

অতীত জীবনে অনেক মানুষ সম্পদশালী, ক্ষমতাশালী ছিল– তারা আজ কবরবাসী। অতীত জীবনে আমরা ছোট ছিলাম, বর্তমানে আমরা বৃদ্ধ, বিষ্যতে আমাদেরকেও কবর জগতের বাসিন্দা হতে হবে। এরপর রয়েছে ন্তকালের এক মহাজীবন। কবর জীবন ও আখিরাতের জীবন সম্পর্কে না-চিন্তা যার মাথায় সর্বদা বিরাজমান থাকে সে সফলকাম হতে পারবে। র যদি মরীচিকাময় এই পৃথিবীর পেছনে পড়ে মৃত্যু ও আখিরাতের জীবনের কথা ভুলে বসে থাকে, তাহলে তার জীবন হবে দুর্ভাগ্যে ভরা। এই মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণই পারে মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানাতে এবং পশু ও তার মধ্যকার ব্যবধান ফুটিয়ে তুলতে। রাসূল (সা.) বলেছেন–

وَعَنْ أبِي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ» يَعْنِي: الْمَوْتَ

'হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– আনন্দনাশক বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।' *[তিরমিযী ২৩০৬, মুসনাদে আহমাদ ৮১০৪]*

একদিন কলেজের একটি শ্রেণিকক্ষে আমি আলোচনা করছিলাম। আমি তাদের বললাম– ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন তো! এই শ্রেণিকক্ষে আপনারা সর্বসাকুল্যে চল্লিশজন ছাত্র। পাশের শ্রেণিকক্ষে রয়েছে সমপরিমাণ ছাত্র। অপর ক্লাশেও প্রায় এ পরিমাণ শিক্ষার্থী রয়েছে। আচ্ছা, বলতে পারবেন কি যে, এই বছর এদের মধ্যে কোনো তরুণ মারা যাবে না?

... সুবহানাল্লাহ! যে ছাত্রদের সামনে রেখে আমি মৃত্যুর আলোচনা করছিলাম, আনুমানিক এক সপ্তাহ পর সংবাদ এলো, ওই শ্রেণির এক ছাত্র সুইমিংপুলে সাতরাতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা গেছে। কবির ভাষায় বলতে হয়–

لكل أناس مقبر بفـــــنائهم _ فهم ينقصون والقبور تزيد

وما أن ترى دارا لي قد أقفرت _ وقبر لميتة بالفناء جديد

فهم جيرة الأحياء أما محلهم _ فدان وأما الملتقى فبعيد

'প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পর কবরের স্থান নির্ধারিত। মানুষ ধীরে ধীরে কমে যায় আর কবরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কতো ঘর আপনি পাবেন, যেখানে জীবনের জয়গান গাওয়া হচ্ছিলো। কিন্তু আজ তা বিরাণভূমিতে পরিণত। কিন্তু মৃত্যুর পর তাদের জন্য কবরের আকৃতিতে নতুন ঘর বানানো হচ্ছে। সে তো প্রকৃতপক্ষে জীবিতদের সমবয়সী এবং তার ঘরও কাছে। কিন্তু তাদের সাথে সাক্ষাত করা যে আর কিছুতেই সম্ভব নয়!'

মৃত্যুর স্মরণ এমন একটি বিষয়– যা অন্তর থেকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার চিন্তা দূর করে, আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের অযাচিত আসক্তি নষ্ট করে দেয়। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রই মৃত্যুর চিন্তায় বিভোর থাকে। যারা মৃত্যুর চিন্তা করে না, দুনিয়া নিয়ে পড়ে থাকে, তাদের বুদ্ধিকে সুস্থ বলা যায় কিভাবে? বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-সন্তান কেউই কবরে সওয়াল--জওয়াবের সময় পাশে থাকবে না। কবির ভাষায়–

إِنَّا لَنَفْرَحُ بِالأَيَّامِ نَقْطَعُهَا * وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الأَجَلِ

'আনন্দ-উৎসব করে করে আমরা প্রতিটি দিন কাটাই। অথচ গত হওয়া প্রতিটি দিন আমাদেরকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে।' *[ইবনু আবিদ্দুনইয়া প্রণীত 'কালামুল লায়ালী ওয়াল আইয়্যাম' : ভাষ্য ৩৪]*

আরেক কবি বলেন–

نموتُ ونحيا كلَّ يومٍ وليلةٍ* ولابدّ يوماً أن نموتَ ولا نَحيا

'আমরা প্রতিদিন রাতে মারা যাই ও জীবিত হই। কিন্তু একদিন অবশ্যই এমন দিন আসবে– যে দিন মৃত্যুবরণ করবো অথচ আর জীবিত হবো না।'

আরেক আরব কবির ভাষ্য–

وَإِنَّا لَفِي الدُّنْيَـا كَـرَكْـبِ سَفِينَـةٍ
نَظُـنُّ وُقُـوفًا وَالزَّمَانُ بِنَا يجْرِي

'এই দুনিয়াতে আমরা চলন্ত জাহাজের মতো আছি। নিজেদেরকে আমরা এক স্থানে স্থির মনে করি। অথচ কাল-মহাকাল আমাদেরকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

[আলী আততুহামী]

যে বান্দা মৃত্যুকে স্মরণে রেখে এই আকীদা পোষণ করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ ছাড়া কোনো সাহায্যকারী ও বন্ধু থাকবে না। সে দুনিয়ায় অর্থসম্পদ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে অস্থায়ী সঙ্গীই মনে করে থাকে।

আপনি যদি কাউকে বলেন– আপনি কোথা থেকে এসেছেন তা জানেন না আর কোথায় যাবেন তাও জানেন না, তা হলে যে লোক এ কথা শুনছেন তার অবাক হওয়ার কোনো শেষ থাকবে না। আমরা জন্মের আগে কোথায় ছিলাম আর মৃত্যুর পরে কোথায় যাব? সেই প্রশ্নের উত্তর কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা আমাদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন মাজীদ থেকে জানতে পেরেছি–

كُلُّ نَفْـسٍ ذَائِقَـةُ الْمَـوْتِ وَنَبْلُوكُـمْ بِالـشَّرِّ وَالْخَـيْرِ فِتْنَـةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

"প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" *[সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৩৫]*

কুরআন শরীফের এই উদ্বৃতি থেকে মৃত্যু ছাড়া আরেকটা বিষয় চলে আসছে। আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি আর আমরা তার কাছেই ফিরে যাব। আমাদের পিতা মাতা কে হবে আর গোত্র, বর্ণ কী হবে, তা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ.

"আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা মতো আমাদের আকার দিয়ে মায়ের গর্ভে স্থাপন করেন।" *[সূরা আল ইমরান : আয়াত ৬]*

আমি জানি, আমি একদিন থাকবো না এই পৃথিবীতে। বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম কতো বৎসর। তবে মৃত্যু অবধারিত। শেষ গন্তব্য তো মাটি। যে আত্মা নিতে আসবে জানি না কেমন লাগবে দেখে! কালো কাপড় পড়া বিরাট কুৎসিত কোন কেউ? তাকে দেখে হয়তো ভয়ে ছটফট করবো, হাত-পা ভারী হয়ে যাবে, কথা আটকে যাবে, কপাল বেয়ে ঘাম ঝরবে, হয়তো আরও ৭০ গুণ ভয়ানক কিছু হতে পারে, আমার ভয়ার্ত চিৎকার কারো কানে পৌছবে না তখন। এভাবে যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে আমার মৃত্যু হবে।

গোসল করানোর পর সাদা কাফনে জড়িয়ে যেতে হবে, হয়তো নাকে তুলো গোজা থাকবে। কবরস্থানের দিকে নিয়ে যেতে থাকবে, জানাজা হবে, কবর আগেই খোঁড়া থাকবে সাড়ে ৩ হাত। শুইয়ে দেবে কবরে, তারপর আমার ওপরে বাঁশের কয়েকটি ফলা বিছিয়ে দেয়া হবে, তার ওপর কলাপাতা আর মুঠোয় মুঠোয় মাটি পড়তে থাকবে কাফনের কাপড় বেয়ে আমার শরীরে। মাটি দেয়া শেষে সবাই চলে যাবে, হয়তো ২-১ দিন এসে কাঁদবে কবরের পাশে। তারপর কেউ দেখতে আসবে না। আমি একদম একা, নিঃসঙ্গ। দিন, মাস, বছর পেরিয়ে কবরে ঘাস গজাবে, একদিন আমার ওপরেই হয়তো দেয়া হবে নতুন আরেকটি কবর, নতুন লাশ... এভাবেই মিলিয়ে যাবে সব কিছু। কিন্তু আমি কিয়ামতের আগ পর্যন্ত শুয়ে থাকবো সেই দরজা-জানালাবিহীন বদ্ধ সেই কবরে।

মৃত্যু– চেষ্টা সাধনার সময় শেষ হওয়ার সর্বশেষ ঘোষণা। আর পরকাল– নিজের চেষ্টাসমূহের ফলাফল লাভের শেষ জায়গা। মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার চেষ্টা-সাধনার না কোনো সুযোগ রয়েছে, না রয়েছে পরকালীন জীবন শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা। কতই না কঠিন এ বাস্তবতা। যদি মানুষ মৃত্যুর পূর্বে এ ব্যাপারে সজাগ হতো! কারণ, মৃত্যুর পরে এ ব্যাপারটি বুঝে আসলে তখন আর কিছুই করার থাকবে না। মৃত্যুর পর সতর্ক হওয়ার অর্থ তো শুধু এই যে, মানুষ কেবল এই বলে আফসোস করে করে সময় কাটাবে যে, সে অতীতে কতো বড়ো ভুলই না করেছে। এমন এক ভুল যা শুধরানোর সামন্যতম সুযোগ তার সামনে নেই। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন–

"তোমাদের কাছে হিসাব চাওয়ার আগে নিজেরাই নিজেদের হিসাব সম্পন্ন করে নাও, তোমাদের আমল ওজন করার আগে নিজেরাই নিজেদের আমলসমূহ ওজন করে নাও, কিয়ামত দিবসে পেশ হওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করো। সুসজ্জিত হও সেদিনের জন্য, যেদিন তোমাদের সামনে কোনো কিছু অস্পষ্ট থাকবে না।"

মায়মূন ইবন মিহরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

لاَ يَكُونُ العَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ.

"ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু হতে পারবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেই নিজের হিসেব নেয় বা মুহাসাবা করে। যেভাবে সে তার সঙ্গীর সঙ্গে হিসেব করে কোথায় তার আহার আর কোথায় তার পোশাক।"

অসৎ সঙ্গ ডুবিয়ে মারে

বিশ বছর বয়সী এক তরুণের একটি অত্যাচার্য ঘটনা শুনলাম। সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে আনন্দ ভ্রমণের জন্য বের হয়। একদিকে সে মারাত্মক নেশাদ্রব্য হিরোইনে আসক্ত। এদিকে যে দেশে বেড়াচ্ছে সেখানে হিরোইনের অবাধ প্রচলন। তার আর্থিক সঙ্গতিও ঢের। তাই সে ইচ্ছে মতো হিরোইন ব্যবহার করেই চলেছে। দেড় বছর ধরে সে ওখানে বেড়ায়। বহু কষ্টে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে শহরের এক মাদকাসক্তি নিরাময় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিছু দিন চিকিৎসার পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে সে। পরে বেশ কিছু দিন তাকে এখানেই থাকার পরামর্শ দেয়া হয়। এক সময় তার বন্ধুদের কথা স্মরণ হলে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে সে। যে করেই হোক তাদের সাথে সঙ্গ দিতে সে উদগ্রীব। এ লক্ষ্যে সে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যেতে প্রাণান্ত চেষ্টা চালায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক সময় বাধ্য হয়ে তাকে রিলিজ দেয়। বেরিয়েই সে সোজা চলে যায় তার পুরনো বন্ধুদের আস্তানায়। তার দুর্ভাগ্য দেখুন! প্রথম আড্ডাতেই বন্ধুরা তাকে অধিক পরিমানে হিরোইন খাইয়ে দেয়। এতে তৎক্ষণাত সে মারা যায়। মেহেরবান মাওলা আমাদেরকে এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু থেকে পানাহ দিন।

আমারও একবার ওই দেশে ভ্রমণের সুযোগ হয়। ওই সময়ে ওখানে কর্মরতদের একজন জনৈক উপসাগরীয় নাগরিকের মর্মান্তিক ঘটনা শোনায়। ঘটনাটি হচ্ছে– ষাট-সত্তর বছর বয়স্ক এক উপসাগরীয় নাগরিক ওই পাপাচার আর অনাচারের আখড়ায় বেড়াতে আসে। এসে এখানকার এক হোটেলের কক্ষ ভাড়া নেয়। এখানকার অবাধ মাদকের সাথে সে বেশ বেপরোয়াভাবে জড়িয়ে পড়ে। মাত্রাতিরিক্ত মদপানে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে।একদিনকার ঘটনা। সে মদ খেয়েই যাচ্ছে। বোতলের পর বোতল সাবাড় করছে। মাদকের উন্মত্ততায় সে অস্বাভাবিক মাতলামি আরম্ভ করে দিয়েছে। এক পর্যায়ে বমি করার জন্য সে বাথরুমে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য– ওখানে গিয়ে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘক্ষণ পর তার সতীর্থরা দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে দেখে লোকটি মারা গেছে। মলের সাথে তার শরীর লেপ্টে আছে। কমোডের ভেতর তার মাথা আটকে পড়েছে। এভাবেই সে জগদ্বাসীর জন্য এক মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত রেখে গেছে।

আসতাগফিরুল্লাহ! এই দুর্ভাগ্যজনক অন্তিম পরিণতির শিকার ব্যক্তি আর একজন আল্লাহর পথের সম্মানিত শহীদের মর্যাদা কি কখনো এক বরাবর হতে পারে? শহীদকে তো ফেরেশতারা অভ্যর্থনা জানায়, জান্নাতের হূরেরা তার জন্য অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ঘোষণা করেছেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

"আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয় তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে কোরো না বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।" *[সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৯]*

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় আল্লাহ কখনোই তাদের কর্ম বিনষ্ট করেন না।" *[সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ৪]*

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তাআলার দরবারে শহীদের জন্য রয়েছে ৬টি বৈশিষ্ট্য–

. প্রথম রক্ত বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং শহীদ ক্তি জান্নাতে তার স্থান দেখে নেয়।

কবরের আজাব থেকে তাকে দূরে রাখা হয়।

গ. বড়ো ভীতি অর্থাৎ, কিয়ামাতের কঠিন অবস্থা থেকে নিরাপদ থাকবে।

ঘ. তাঁকে ঈমানের একজোড়া অলংকার পরানো হবে।

ঙ. হুরদের সঙ্গে বিবাহ দেয়া হবে।

চ. নিকট আত্মীয়দের থেকে ৭০ জন ব্যক্তিকে সুপারিশ করতে পারবে।'

[সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ২৭৯৯]

উপরোক্ত দুই শ্রেণির মৃত্যুর মাঝে কতো ব্যবধান! একজনের ললাটে দুর্ভাগ্যের কালোছায়া। অন্যজনের ললাটে কতো উঁচু মর্যাদা। অথচ এই দু'জনই মানুষ। ইমাম মুজাহিদ রহ. বলেন– 'যখন কেউ মারা যায়, তখন তার ওইসব বন্ধু-বান্ধবদেরকে তার সামনে পেশ করা হয় যাদের সাথে সে উঠাবসা করতো।'যেহেতু প্রথমোক্ত দুই শ্রেণির লোক মন্দ লোকদের সাথে উঠাবসা করতো, আল্লাহ, রাসূল ও দীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো,

দীনদারদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো; তাই তার শেষ পরিণতিও তার বন্ধুদের আড্ডাখানার পরিবেশে হয়েছে। কুফর ও গোমরাহিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে তারা।

আমার প্রিয় ভাই! ওই দুর্ভাগার করুণ পরিণতি আর নেক লোকদের শুভ পরিণতি দ্বারা আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন ধরনের পরিণতি আপনি কামনা করেন? এ বিষয়ে অসংখ্য ঘটনা রয়েছে সোনালী অতীত ও বর্তমানের। তম্মধ্যে কিছু ঘটনা আপনার সম্মুখে পেশ করছি।

আল্লাহর নবীর বিশিষ্ট সাহাবা হযরত হুযাইফা (রা.)। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মধ্যে এক আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাঁর সাদাসিধে ভাব আরো বেড়ে যায় এবং দারুণ ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সব সময় কান্নাকাটি করতেন। লোকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন– দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার দুঃখে এ কান্না নয়। কারণ, মৃত্যু আমার অতি প্রিয়। তবে এ জন্য কাঁদছি যে, মৃত্যুর পর আমার যে কী অবস্থা হবে এবং আমার পরিণতিই বা কী হবে, তা তো আমার জানা নেই। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহ! তোমার সাক্ষাত আমার জন্য কল্যাণময় কর। তুমি তো জান আমি তোমায় কত ভালোবাসি।'

[উসুদুল গাবা : ১/৩৯২]

তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে রাতের বেলা কয়েকজন সাহাবী তাঁকে দেখতে গেলেন। হুজাইফা তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেন– এটা কোন সময়? তাঁরা বললেন– প্রভাতের কাছাকাছি সময়। তিনি বললেন– আমি সেই সকালের ব্যাপারে আল্লাহর পানাহ্ চাই যা আমাদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন– আপনারা কি কাফন এনেছেন? তাঁরা বললেন– হ্যাঁ, এনেছি। বললেন– কাফনের ব্যাপারে বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না। কারণ, আল্লাহর কাছে যদি আমার কিছু ভালো থেকে থাকে তাহলে এ কাফন পরিবর্তন করে দেওয়া হবে, আর যদি খারাপ থাকে এ ভালো কাফন ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

তিনি কাফন দেখতে চাইলে তা দেখানো হলো। যখন দেখলেন, তা নতুন ও দামী তখন ঠোঁটে একটু বিদ্রুপের হাসি ফুটিয়ে বললেন– এ আমার কাফন নয়। কামিস ছাড়াই দু'প্রস্থ সাদা কাপড়ই আমার জন্য যথেষ্ট। কারণ কবরে আমাকে বেশী সময় বিরতি দেওয়া হবে না।

খুব তাড়াতাড়ি আমাকে তার চেয়ে ভালো অথবা মন্দ স্থানে স্থানান্তর করা হবে। তারপর দু'আ করলেন– 'হে আল্লাহ! তুমি জান আমি ধনের পরিবর্তে দারিদ্রতাকে, ইজ্জতের পরিবর্তে জিল্লতিকে এবং জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুকে ভালোবাসতাম।' তার শেষ কথাটি ছিল– 'অতি আবেগের সাথে বন্ধু এসেছে, যে অনুশোচনা করবে তার সফলতা নেই।' *[উসূদুল গাবা : ১/৩৯৩; তারীখে ইবনে আসাকির- ১/১০৩; রিজালুন হাওলার রাসূল : ২০১; সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা : ৪/১৩৮]*

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আরেক বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)। ইন্তেকালের সময় তিনি যে দোয়ার বাক্য উচ্চারণ করেছেন, তা একজন মহান মুমিনের ঈমানী প্রকৃতিই উন্মোচন করে দেয়। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) আকাশের দিকে চোখ তুলে পরম করুণাময় মহান পালনকর্তার কাছে দোয়া করতে থাকেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ كُنْتُ أَخَافُكَ، لكِنَّنِيْ الْيَوْمُ أَرْجُوْكَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ أُحِبُّ الدُّنْيَا لِجَرْيِ الْأَنْهَارِ، وَلَا لِغَرْسِ الْأَشْجَارِ.. وَلكِنْ لِظَمْأِ الْهَوَاجِرِ وَمُكَابِدَةِ السَّاعَاتِ، وَنَيْلِ الْمَزِيْدِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ.

'হে আল্লাহ! আমি তোমাকে ভয় করি, কিন্তু আজ তোমার কাছে আশা রাখি। হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, দুনিয়া এবং দীর্ঘ জীবন এই জন্য কামনা করিনি যে, তা বৃক্ষ রোপন ও নদী খননে ব্যয় করবো; বরং যদি কামনা করে থাকি, তবে তা এ জন্য– যাতে প্রচন্ড গরমে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারি, উদারতা ও দানশীলতার প্রসার ঘটাতে পারি। ইলম, ঈমান ও আনুগত্যের গুণে আরো অগ্রগামী হতে পারি। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকেও এমন সুন্দরভাবে কবুল করে নাও, যেভাবে তুমি মুমিনদের আত্মা কবুল করে থাকো।'

এরপর তিনি তাঁর হাত এমনভাবে সম্মুখে বাড়ালেন, যেন তিনি মৃত্যুর সাথে মুসাফাহা করছেন! এবং বলতে লাগলেন– 'সুস্বাগতম হে মৃত্যু! বন্ধু (মৃত্যু) নিজ প্রয়োজনে এসেছে।' এ কথা বলেই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

সাইয়িদুনা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ.-এর যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি তাঁর পাশে সকলকে বাইরে বের করে দিলেন।

লোকজন বেরিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালো। কান লাগিয়ে শুনলো হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. মৃত্যুর সময় কী বলেন! গভীরভাবে তারা শুনতে লাগলো।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. বলছেন– ওই মোবারক চেহারাকে স্বাগতম! যে জিন ও ইনসান জাতির নয়। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন :

تِلْـكَ الدَّارُ الْآخِـرَةُ نَجْعَلُهَـا لِلَّذِيـنَ لَا يُرِيـدُونَ عُلُـوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

'এই হচ্ছে আখিরাতের নিবাস– যা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা জমিনে ঔদ্ধত্য দেখাতে চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।' *[সূরা কাসাস : আয়াত ৮৩]*

সাইয়্যিদুনা আদম ইবনে ইয়াস রহ. মৃত্যুর বিছানায় সম্পূর্ণ কুরআন খতম করেন। তিনি দুআ করে বলেন– 'হে আমার প্রতিপালক! আপনার প্রতি আমার ভালোবাসার দোহাই দিয়ে বলছি– মৃত্যুর সময় তুমি আমার সঙ্গী হয়ে যাও। আজকের দিনের জন্য এটাই ছিল আমার প্রত্যাশা।' এরপর তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে মাওলায়ে কারীমের দরবারে পাড়ি জমান।

আধ্যাত্মবাদী দার্শনিক ইমাম গাযযালী রহ. ইন্তেকালের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ওজু করে নামায সেরে কাফন সংগ্রহ করে বললেন– 'মালিকের ইচ্ছা নতশিরে মেনে নিলাম।' অতঃপর সোজা হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে দেন। এরপর তাঁর রূহ চলে যায় পরম করুণাময়ের সান্নিধ্যে।

খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বলতে থাকেন– 'হে দুনিয়া! তোমাকে দেখতে তো বাহ্যিকভাবে কতো সুন্দরই লাগে! অথচ তোমার জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। তোমার অনেক বড়ো কিছুও নিতান্তই নগন্য ও সাধারণ। তোমার ব্যাপারে আমি ধোঁকায় ছিলাম।' অতঃপর আবদুল মালিক নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন–

إِنْ تُنَاقِشْ يَكُنْ نِقَاشُكَ يَا ـ رَبِّ، عَذَابًا لَا طَوْقَ لِي بِالْعَذَابِ
أَوْ تُجَاوِزْ فَأَنْتَ رَبٌّ رَحِيمٌ ـ عَنْ مُسِيءٍ ذُنُوبُهُ كَالتُّرَابِ

'যদি তুমি আমার কাছ থেকে হিসাব নিতে চাও, হে প্রতিপালক! তোমার এই হিসাব চাওয়াও এমন শাস্তি– যা

সহ্য করার সামর্থ আমার নেই। তুমি যদি ক্ষমা করে দাও,
তবে তুমি নিশ্চিত দয়াময় প্রতিপালক– এমন এক পাপীকে
যার পাপ জমিনের মতো প্রশস্ত ও অসীম।'

সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে' রহ.-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তার সামনে উপবিষ্ট বহু সংখ্যক শুভাকাঙ্ক্ষীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যদি আমার মাথা আর পা ধরে আগুনে ফেলে দেয়া হয়, তখন এই লোকেরা কি আমার কোনো কাজে আসবে?' অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন :

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

'অপরাধীদেরকে চেনা যাবে তাদের চিহ্নের সাহায্যে। অতঃপর তাদেরকে মাথার অগ্রভাগের চুল ও পা ধরে নেয়া হবে।' *[সূরা আর-রাহমান : আয়াত ৪১]*

এই তো নিকট অতীতের এখানকার এক তরুণের ঘটনা। এই তরুণের শুরু থেকেই তাবলীগ জামাতের কাজে জড়িত। এক সময় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে এক পর্যায়ে সে কুরআন শরীফ চায়। কুরআন দেয়া হলে সে তিলাওয়াত করতে থাকে। কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করার পর বুকে কুরআন শরীফ নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম– যারা ওই রাতেই তার জানাযার নামায আদায় করেছে। আমি দৃঢ় আশাবাদী– সে খুবই উত্তম অন্তিম সময় পার করেছে।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কোনো ব্যক্তির ওপর যুলম করেন না। উপরোক্ত ঘটনাগুলোর দ্বারা কি আপনার স্পষ্ট হয়ে যায়নি যে, মানুষের শেষ পরিণতি তার জীবনের কর্মকান্ড অনুযায়ীই হয়ে থাকে! এই মুহূর্তে আপনার অতর্কিত মৃত্যু চলে এলে, আল্লাহর শপথ দিয়ে আমাকে বলুন তো, আপনি কি এই অবস্থায় সন্তুষ্ট? আপনি কি আল্লাহ বিধি-বিধান মতে জীবন যাপন করেছেন? তাঁর নিষেধকৃত বিষয়াবলী হতে বিরত থেকেছিলেন? আপনি কি আপনার পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করেছিলেন? আত্মীয়তার হক যথাযথ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে আপনার? আপনি কি আল্লাহর নাফরমানিতে ডুবে থাকেননি?

প্রিয় ভাই! মানুষের ভালো-মন্দ কাজ তার ভালো-মন্দ পরিণতি বয়ে আনে। আজীবন যে মন্দ কাজ আর পাপাচারে জীবন কাটিয়েছে, তার ব্যাপারে তো শঙ্কা আছে যে, পরিণতি তার খুবই খারাপ। ওই দুর্ভাগার শেষ ঠিকানা জাহান্নাম।... হ্যাঁ, এখনো সময় আছে। জেগে উঠার এই তো সুবর্ণ সুযোগ! নিষ্ঠার সাথে তাওবাহ করে দীনের পথে চলে আসার সময় এখনই! আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হবার সময়ও এটা।

মৃত্যুর পর কী হবে?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

'প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ নয়।' *[সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৮৫]*

বিষয়টিকে জনৈক কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে–

ولو أنّا إذا مِتنا تركنا * لكان الموتُ غاية كلّ حيّ

ولكنّا إذا متنا بعثنا * ونُسأل بعده عن كلّ شيءٍ

'আমাদের মৃত্যুর সাথে সাথে যদি সব ব্যাপারই শেষ হয়ে যেতো, তবে মৃত্যু আমাদের সবার শান্তির উপাদান হতো। কিন্তু মৃত্যুর পর তো আমাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে। অতঃপর সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব বিষয়ে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো।'

আমার ভাইয়েরা! কিয়ামতের দিন কেমন কেমন জটিল পরিস্থিতির শিকার হতে হবে? কী নেয়ামত আর কী শাস্তি আমাদের জন্য অপেক্ষমান? হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.

'হযরত হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরি করে রেখেছি,

যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, 'কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ শীতলকারী কী জিনিস লুকানো আছে।' (সূরা আস সাজদাহ : আয়াত ১৭) *[সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৪৭৭৯, ৪৭৮০, ৭৪৯৮; সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৮২৪]*

প্রিয় ভাই আমার! জান্নাত হলো চির শান্তির জায়গা। সেখানে আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি, আমোদ-প্রমোদ, চিত্ত বিনোদন ও আনন্দ-আহ্লাদের চরম ও পরম ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে রয়েছে ভোগ-বিলাস ও পানাহারের আতিশয্য। জান্নাতীরা যা কামনা করবে কিংবা কোনো কিছু পাওয়ার আহবান জানাবে, সকল কিছু পাবে। সেখানে সবাই যুবক হয়ে বাস করবে। শরীরে কোনো রোগ-শোক, জরাজীর্ণতা, মন্দা, বার্ধক্য, দুর্বলতা ও অপারগতা থাকবে না। যত ধরনের ফল-ফলাদি, খাদ্য-খাবার, পানীয়, দুধ, মধু সুস্বাদু খাবার সব খেতে পারবে। ভোগ-বিলাসের সকল উপায়-উপকরণ বিদ্যমান। সেগুলো স্বাদ ও গন্ধে অপূর্ব। আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমন-বিহার, খেলা-ধুলা, বেড়ানো, বাজার করা ও শুভেচ্ছা-স্বাগত জানাতে পারবে। প্রাচুর্যের কোনো অভাব হবে না। দ্রুতগামী যানবাহনসহ মনের ইচ্ছা চোখের নিমির্ষে পূরণ করতে পারবে।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন– "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতীদের ডেকে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! উত্তরে তারা বলবেন: হে রব, 'আমরা তোমার দরবারে উপস্থিত, আমরা তোমার নিকট সফলতা কামনা করছি, যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে' তখন আল্লাহ তাদের বলবেন, তোমরা কি আমার প্রতি রাজি-খুশি? তারা বলবে, হে আমাদের রব রাজি-খুশি না হওয়ার কি আছে? তুমি আমাদের এমন সবকিছু দিয়েছ, যা তুমি তোমার আর কোন মাখলুককে দাওনি। তারপর আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের এর চেয়েও উত্তম কিছু দান করব? তখন তারা বলবে, কোন জিনিস এর চেয়ে উত্তম?

তখন আল্লাহ ঘোষণা দেবেন, 'তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত, আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না।'

[বুখারি : হাদীস নং ৬৫৪৯, মুসলিম : হাদিস নং: ২৮২৯]

আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেন– "সর্ব প্রথম যে দলটি জান্নাতের প্রবেশ করবে তার আকৃতি হবে চৌদ্দ তারিখের

চাঁদের আকৃতি। তারপর যারা তাদের কাছাকাছি জান্নাতের প্রবেশ করবেন, তাদের আকৃতি হবে আকাশে প্রজ্জলিত নক্ষত্রের মত, তারা সেখানে পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, তাদের কোন থুথু হবে না, তাদের চিরনি হবে স্বর্ণের, তাদের ঘাম হবে মিশকের।

'জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা থাকবে লোম ও দাড়ি গোঁফ বিহীন, খৎনাবিহীন, সুরমা লাগানো, ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছরের বয়সের।'

[তিরমিযী, ২৫৪৫]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে– 'জান্নাতীগণ লোম ও দাড়ি গোঁফ বিহীন হবে, তাদের চোখ থাকবে সুরমায়িত। তাদের যৌবন কোনদিনই বিলুপ্ত হবে না এবং তাদের কাপড় চোপড়ও পুরানো হবে না।' *[তিরমিযী : ২৫৩৯]*

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতীতের বাসস্থান ও জান্নাতের রুম সমূহের বর্ণনা দিয়ে বলেন–

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ.

'কিন্তু যারা নিজদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে কক্ষসমূহ যার ওপর নির্মিত আছে আরও কক্ষ। তার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত। এটি আল্লাহর ওয়াদা; আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।' *[সূরা যুমার : আয়াত ২০]*

পৃথিবীতে যদিও কোনো ব্যাক্তি সম্পূর্ণ সুখ-সম্ভোগ লাভ করতে পারে না; তবুও যতোটুকু পায় তার মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত ভীত সন্ত্রস্ত থাকে চোর-ডাকাত, প্রতারক এবং মৃত্যুর ভয়ে। কিন্তু জান্নাতের নিয়ামত এবং সুখ ভোগ কোনো দিনই কমতি বা শেষ হবে না। আল্লাহ বলেন–

جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ. مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ.

'চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ যার দ্বারগুলো তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকবে। সেখানে তারা ঠেস দিয়ে বসবে এবং প্রচুর

Contents

ফল ও পানীয় চেয়ে পাঠাবে, আর তাদের নিকট লজ্জাবনত সমবয়স্কা স্ত্রী থাকবে। এ জিনিসগুলো এমন যা হিসেবের দিন দান করার জন্য তোমাদের নিকট ওয়াদা করা হয়েছে। এটা আমাদের দেয়া রিযিক, কোনো দিন শেষ হয়ে যাবে না।' *[সূরা সদ : ৫০-৫৪]*

আর মুমিনদের জন্য জান্নাতে সব চেয়ে বড়ো নেয়ামত হলো, আল্লাহর চেহারার দিকে তাকানো। সুহাইব রা. হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন– 'যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তায়ালা জান্নাতীদের বলবে, তোমরা আর কিছু চাও? আমি তোমাদের বাড়িয়ে দেব। তখন তারা বলবে, তুমি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জল করনি? আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাওনি? এবং জাহান্নাম হতে নাজাত দাওনি? তারপর আল্লাহ তায়ালা তার আবরণ খুলে দেবে। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহর দিকে তাকানোর চেয়ে অধিক উত্তম কোন নেয়ামত তাদের দেয়া হয়নি।' *[মুসলিম : হাদিস নং: ১৮১]*

জান্নাতীদের আল্লাহ তায়ালা কতো নেয়ামত দান করবেন তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এ-তো গেলো চির সুখের আবাসস্থল জান্নাতের কথা। পক্ষান্তরে যে পাপীষ্ঠদের পরিণতি জাহান্নাম, তাদের কী হবে? কেমন দেখতে এই ঠিকানা? এককথায়– চির দুঃখ-কষ্ট-পেরেশানী, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান বিড়ম্বনা, দুর্ভাগ্য, লজ্জা-শরম, ক্ষুধা-পিপাসা, আগুন, অশান্তি, হতাশ--নিরাশা, চিৎকার-কান্নাকাটি, শাস্তি, অভিশাপ, আযাব-গযব ও অসন্তোষের স্থান হলো জাহান্নাম। শান্তির লেশমাত্র সেখানে নেই। হাত-পা ও ঘাড়-গলা শিকলে বেঁধে বেড়ি পরিয়ে দলে দলে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে। যেখানে শুধু অতিরিক্ত তেজ ও দাহ্য শক্তিসম্পন্ন আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। দোযখের অগ্নিশিখা তাদেরকে উপর, নীচ এবং ডান ও বাম থেকে স্পর্শ করবে, জ্বালাতে-পোড়াতে থাকবে। একবার চামড়া পুড়ে গেলে আবারো নুতন চামড়া গজাবে যেন বার বার আগুনের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। পিপাসায় প্রাণ পেটের নাড়ি-ভূঁড়ি গলে যাবে।এ হচ্ছে, আজাবের ওপর আযাব। তাতে পিপাসা না কমে আরো তীব্র হবে। অতি দুর্গন্ধময় যাক্কুম এবং কাঁটাযুক্ত ঘাস ও গিসলিন হবে তাদের খাদ্য। ক্ষুধার তাড়নায় জঠর জ্বালায় তা ভক্ষণ করতে গেলে পেটের ভেতরে আরো যন্ত্রণা বাড়াবে। খাদ্য এবং পানীয় হবে আযাবের অন্যতম উপকরণ।

অতিশয় ঠান্ডা ও হিম প্রবাহ দ্বারাও আরেক প্রকার শাস্তি দেয়া হবে। বরফের চাইতে কতো গুণ ঠান্ডা 'যামহারীরে' তাদেরকে রাখা হবে। সে আযাব হবে করুণ। তারা শাস্তির মধ্যে মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু তা কবুল হবে না। নিরুপায় হয়ে জাহান্নাম থেকে বাইরে যেতে চাইবে। কিন্তু আজ তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই, নেই কোন সুপারিশকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। জাহান্নাম হচ্ছে বিচিত্র রকমের অসহনীয় যাতনার বিশাল কারাগার। জাহান্নাম আজাবের কারণে দৈনিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি দেহের মধ্যে অবস্থিত হৃৎপিন্ড, নাড়ী-ভূড়ি, শিরা-উপশিরা, অস্থিমজ্জা ইত্যাদি বিকৃতি ঘটবে কিন্তু সেই তীব্র যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবার অথবা পালিয়ে যাবার কোনো রাস্তাও খোলা থাকবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ.

'তিনি বলবেন– 'আগুনে প্রবেশ করো জিন ও মানুষের দলগুলোর সাথে, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে'। যখনই একটি দল প্রবেশ করবে, তখন পূর্বের দলকে তারা লা'নত করবে। অবশেষে যখন তারা সবাই তাতে একত্রিত হবে তখন তাদের পরবর্তী দলটি পূর্বের দল সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের রব, এরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাই আপনি তাদেরকে আগুনের দ্বিগুণ আযাব দিন'। তিনি বলবেন, 'সবার জন্য দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জান না।' *[সূরা আ'রাফ : আয়াত ৩৮]*

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ

"আগুন কাউকে ছোট গিরা পর্যন্ত, কাউকে হাঁটু পর্যন্ত, কাউকে কোমর পর্যন্ত এবং কাউকে কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে নেবে।" *[মুসলিম : হা. নং ২৮৪৫]*

জাহান্নামীরা ভয়াবহ আজাবের সম্মুখীন হবে।

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ. ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ. ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ.

"(নিদের্শ দেয়া হবে) ধরো এবং গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও। অতপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। আর সত্তর হাত দীর্ঘ শিকল দিয়ে ভালোভাবে বেধে দাও।" *[সূরা আল হাক্কাহ : ৩০-৩২]*

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهِ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا.

'যখন তাদের দেহের চামড়া আগুনে পুড়ে পুড়ে গলে যাবে, তখন (সাথে সাথে) সেখানে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেবো; যেনো তারা আজাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত আল্লাহ বড়োই শক্তিশালী এবং নিজের ফায়সালা সমূহ কার্যকরী করার কৌশল খুব ভালো করেই জানেন।' *[সূরা নিসা : ৫৬]*

চামড়া পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং পুড়ে যাচ্ছে, পুনরায় আবার তা তৈরী হচ্ছে এ অনুভূতি কখনো জাহান্নামীদের থাকবে না। কেননা (পৃথিবীতে) যদি কোন বস্তু প্রতি সেকেন্ডে দশবার পর্যন্ত পরিবর্তন হয় তবে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু কোন বস্তু যদি প্রতি সেকেন্ডে দশবারের বেশী পরিবর্তন হয়, তবে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। বরং ঐ বস্তুকে স্থির দেখি। যেমন বিদ্যুৎ এর বাতি। বিদ্যুৎ প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশ বার দিক পরিবর্তন করে অর্থাৎ একটি বাতি জ্বলা অবস্থায় দেখি, কারণ যেহেতু সেকেন্ডে দশবারের বেশি দিক পরিবর্তন হচ্ছে তাই আমরা বাতিকে স্থির দেখি। তদ্রূপ জাহান্নামীদেরকে প্রতি সেকেন্ডে কয়েকশবার চামড়া পরিবর্তন করা হবে, কিন্তু জাহান্নামীগণ মনে করবে, সেই পুরানো চামড়াই শরীরে আছে এবং তা অবিরাম পুড়ে চলছে।

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ. لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ.

'তারা গরম বাষ্প, টগবগ করা ফুটন্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ার মধ্যে থাকবে। তা (কখনো না ঠান্ডা হবে, না শান্তি দায়ক)।' *[সূরা ওয়াকিয়াহ্ : ৪২-৪৫]*

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কালো বর্ণের আগুনে জাহান্নামীদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। তাই যখন তারা সেখানে প্রবেশ করবে তখন চারদিকে অসহ্য তাপ ও ধুয়ার মতো ঘোলাটে অন্ধকার দেখবে। এ অবস্থার কথাই উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে।

যাক্কুম বৃক্ষ হবে খাদ্য এবং ফুটন্ত পানি শরীরের ওপর ঢেলে দেয়া হবে। ক্ষুধার জ্বালায় জান বেরিয়ে যাবে। তখন তারা খাদ্য চাইবে। কিন্তু খাদ্য তো দেয়া হবে না, দেয়া হবে অখাদ্য। জাহান্নামের শাস্তির যে ধরন, তা পুরোপুরি অনুভব করতে হলে দৈহিক আকার আকৃতির পরিবর্তনের প্রয়োজন, এটা স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধির দাবী। আকার আকৃতি যতো বড়ো হয় শাস্তির তীব্রতাও ততো বেশি অনুভূত হয়। যেমন একটি মশাকে কোনো কঠিন শাস্তি দেয়া যায় না, কিন্তু একটি বিড়াল, ছাগল অথবা তার চেয়ে বড়ো কোন প্রাণীকে ইচ্ছেমতো যে কোন শাস্তি দেয়া যায়। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহও পাপীদেররকে আকার আকৃতি বৃদ্ধি করে দেবেন, যেনো আল্লাহর শাস্তি পুরোপুরি ভোগ করতে পারে। আল্লাহ বলেন– 'কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি। যা চামড়া তুলে নেবে।' *[সূরা মা'আরিজ : ১৫-১৬]*

যেটা পাবে সেটাই চাইবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন–

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ . طَعَامُ الْأَثِيمِ. كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ. كَغَلْيِ الْحَمِيمِ. خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ.

'নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য হবে। গলিত তামার মতো পেটে ফুটতে থাকবে। যেমন পানি ফুটে। একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। তারপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও।'

[সূরা দুখান : ৪৩-৪৮]

আরও বলেন– 'অবশ্যই তারা যাক্কুম গাছের খাদ্য খাবে। ওগুলোর দ্বারাই পেট ভর্তি করবে। আর ওপর হতে টগবগ করে ফুটন্ত পানি পিপাসা কাতর উটের ন্যায় পান করবে।' *[সূরা ওয়াকিয়াহ্ : ৫২-৫৩]*

কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে নিম্নের আয়াতটিই যথেষ্ঠ–

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا

أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ.

'তাদের (জাহান্নামীদের) মাথার উপরে তীব্র গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তাদের পেটের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তু ও চামড়া (সাথে সাথে) গলে যাবে এবং তাদের জন্য লোহার ডান্ডা থাকবে। যখনই তারা স্বাসবোধন অবস্থান জাহান্নাম হতে বের হবার চেষ্টা করবে তখনই তাদেরকে প্রতিহত করা হবে এবং বলা হবে দহনের শাস্তি ভোগ করতে থাক।' *[সূরা হজ্জ : ১৯-২২]*

নোমান ইবন বাশীর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ، تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ، يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ.

'সবচাইতে কম সাজাপ্রাপ্ত জাহান্নামী ব্যক্তি হলো যার দুটো জুতার মধ্যে আগুনের দুটো ফিতা থাকবে। তা মাথার মগজকে এমনভাবে টগবগিয়ে সিদ্ধ করতে থাকবে যেন পাতিলে সিদ্ধ করা হয়। সে মনে করবে, তার চাইতে এত কঠিন আযাব আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ, সেটা হলো সবচেয়ে কম আযাব।' *[সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৫৬১; সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২১৩]*

সুতরাং প্রত্যেক লোক ওই পরিমাণ পাপ করতে পারে, যতোটুকু শাস্তি সে সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। নতুবা... সুতরাং আমি আমার ভাইদের উপদেশস্বরূপ বলবো– আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে খাঁটি তাওবাহ করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে তুলুন। সাইয়্যিদুনা হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন– রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا...

'আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে অধিক কাঁদতে এবং কম হাসতে। আর তোমরা চিৎকার করতে করতে কবরস্থানের দিকে চলে যেতে।'
[সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৪৮৫; সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৩৫৯]

ফিরে আসুন... তাওবার দ্বার উন্মুক্ত...

আমার প্রিয় তরুণ ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

'বলো– হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *[সূরা যুমার : আয়াত ৫৩]*

মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ তাআলার দরবারে বান্দার তাওবাহ অধিক পছন্দনীয়। কোনো মানুষ অপরাধ করার পর যখন আল্লাহ্র কাছে তাওবাহ্ করে এবং তার দ্বারা সংঘটিত গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাকে অত্যধিক পছন্দ করেন, তার তাওবাহ্ কবুল করেন এবং তাওবার মাধ্যমে বান্দাকে পবিত্র করেন। আল্লাহ্ তাআলা নিজেই মুমিনদেরকে তাওবাহ্ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন- 'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে তাওবাহ্ কর, নিশ্চয় তোমরা সফলকাম হবে।' *[সূরা নূর : আয়াত ৩১]*

পক্ষান্তরে যারা তাওবাহ্ করে না, আল্লাহ্ তাদের জালেম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন– 'যারা তাওবাহ্ করবে না, তারাই অত্যাচারী।'

তাওবার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। যে কোন সময় তাওবাহ্ করা যেতে পারে। তবে মৃত্যু বা কেয়ামতের লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাওবার দ্বার বন্ধ হয়ে যায়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন– তোমাদের পূর্বের জাতির একটি লোক নিরানব্বই জনকে হত্যা করে, এরপর সে সবচেয়ে বড়ো একজন জ্ঞানী লোকের (আলেমের) খোঁজ করে, তখন তাকে একজন আবেদের কথা বলা হয়। সে তাকে গিয়ে বলে– আমি নিরানব্বই জন মানুষকে খুন করেছি, আমার তাওবা হবে? সে বললো– না। অতঃপর তাকে হত্যা করে সে একশজন লোক পুরন করে। অতঃপর সে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির খোঁজ করলে একজন আলেমের খোঁজ দেয়া হয়। সে তাকে গিয়ে বলে, আমি একশোটি লোক হত্যা করেছি, আমার কি তাওবা-

করার সুযোগ আছে? তিনি বললেন– হ্যাঁ আছে। কে তোমার ও তাওবার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে? তুমি উমুক স্থানে যাও সেখানে কিছু মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহর ইবাদত করে, তুমি তাদের সাথে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করো। আর তুমি তোমার এলাকায় ফিরে যেও না। কেননা তোমার এলাকাটা খুব খারাপ এলাকা। সে তখন যাত্রা শুরু করে। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার সময় তার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। অতঃপর তার ব্যাপারে রহমত ও আযাবের ফেরেশতারা বিবাদে লিপ্ত হয়। রহমতের ফেরেশতারা বলে– সে তাওবা করে আল্লাহর পানে ছুটে এসেছে। পক্ষান্তরে আযাবের ফেরেশতারা বলে– সে কখনো কোনো ভালো কাজই করেনি। অতঃপর সেখানে মানুষের বেশে একজন ফেরেশতা আসে। তারা তাকে বিচারক মানে। তিনি বলেন– তোমরা দুদিকটা মেপে দেখ। সে যেদিকে নিকটবর্তী হবে, তাকে সেদিকের বলে ধরে নেয়া হবে। অতঃপর মেপে দেখা গেল যে, সে যেদিকে যাচ্ছিল সে দিকটাই নিকটে। এর ফলে তাকে রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে যায়। *[বুখারী ও মুসলিম]*

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্য উদয়ের পূর্বে (কেয়ামত শুরুর পূর্বে) তাওবাহ্ করবে আল্লাহ্ তাআলা তার তাওবাহ গ্রহণ করবেন।' *[সহীহ্ মুসলিম]*

আরেক হাদীসে আছে– 'হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা তার বান্দার তাওবাহ্ কবুল করেন গড়গড় করার (মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের) পূর্ব পর্যন্ত।' *[জামে' তিরমিযী]*

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.

'যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের খারাপ কাজগুলোকে ভালো কাজ দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আর যারা তাওবাহ্ করে এবং নেক কাজ করে আল্লাহ্র প্রতি তাদের তাওবাই সত্যিকারের তাওবাহ্।'
[সূরা ফুরকান : আয়াত ৭০/৭১]

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং মহান আল্লাহ্ তওবাকারীদের ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা মানবজাতিকে অত্যন্ত ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতি পাপকাজ করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হোক এটা আল্লাহ্ তায়ালা চান না।

তাই তার হাবীব বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মাধ্যমে তাওবাহ্ করার সঠিক নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন।

হাদীস শরীফে এসেছে- হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন: আল্লাহ তাআলা রাত্রিবেলায় নিজ হস্ত সম্প্রসারণ করেন যেন দিনে গুনাহ্কারী বান্দা তাওবা করে ফিরে আসে। আর তিনি দিনের বেলায় নিজ হস্ত সম্প্রসারণ করেন যেন রাত্রিবেলায় গুনাহ্কারী ব্যক্তি তাওবা করে ফিরে আসে। এমনিভাবে চলতে থাকবে পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত। *[মুসলিম : ৪৯৬০, মুসনাদে আহমদ : ১৯১৮৩, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩৩৫২২, শরহুস্সুন্নাহ : ১২৮৩]*

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– 'সমুদয় বনী আদম অন্যায়কারী। আর উত্তম অন্যায়কারী হচ্ছে যে অন্যায় করে তাওবাহ করে।'

আমার প্রিয় ভাই! আল্লাহর শপথ! আপনাকে আমি অন্তর থেকে ভালোবাসি। স্নেহ করি। আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। আমার একান্ত মনোবাসনা হলো– আপনি যেনো তাওবাহ্কারী হয়ে যান। কেননা আমরা সবাই পাপ করে থাকি। আমাদের মধ্যে কে কে খাঁটি তাওবাহ্ করতে প্রস্তুত আছি?

শিক্ষণীয় ঘটনা

তাওবার ব্যাপারে শেষ পর্যায়ে এসে ('আল আয়িদূনা ইলাল্লাহ' গ্রন্থ থেকে) আপনাকে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শোনাবো।

এটা এমন এক যুবকের ঘটনা– যার পিতা তার শিশুকালে মারা যায়। তার দেখাশোনা ও যাবতীয় দায়-দায়িত্ব উঠে তার মায়ের কাঁধে। মা রাত জেগে জেগে তার সেবাযত্ন করতেন। বাচ্চার খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি প্রতিবেশীর ঘরে বুয়ার কাজ করতেন। এই শিশু এক সময় যুবক হলে লেখাপড়া করার জন্য দেশের বাইরে চলে যায়। এরপর উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসে মাতৃভূমিতে। কিন্তু এতোদিনে তার মন-মানসিকতায় চলে এসেছে বহু পরিবর্তন। চিন্তা-চেতনা বিগড়ে গেছে। নাস্তিক হয়ে গেছে। চরিত্র এতোটা খারাপ হয়ে গেছে যে, সে মায়ের মর্যাদার বিষয়টিও ভুলে গেছে। বিয়ের ইচ্ছে করলে তার মা তাকে এক সৎ চরিত্রবান মেয়ে দেখায়। কিন্তু যুবক তাকে পছন্দ করে না। মনে মনে সে উঁচু শ্রেণির স্বাধীনচেতা মেয়ে খুঁজতে থাকে। এক সময় তেমন মেয়ে পেয়েও যায় এবং বিয়ে করে। বিয়ের পর স্ত্রীকে মায়ের সাথেই রাখে। ছয় মাস গত হয়ে গেছে সে একদিন দেখতে পায়– তার স্ত্রী কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে স্ত্রী বলে– আপনার মায়ে সাথে আমি এই ঘরে থাকতে পারবো না। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে যুবক বলছে– এ কথা শুনে আমি এতোই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ি যে, তৎক্ষণা আমি ঘর থেকে মাকে বের করে দিই। আমার মা যখন আমাকে ছেড়ে যাচ্ছেন তখন বারবার পেছনে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন এবং বলছেন– ছেলে! আল্লাহ তোমাকে সুখে-শান্তিতে রাখুন।

ওই যুবক বলছে– আমার ক্রোধ প্রশমিত হলে কিছুটা হুঁশ ফিরে আসে। তাই মায়ের খোঁজে আমি বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু কোথাও তাঁকে আর খুঁজে পাইনি। ঘরে এসে সুন্দরী স্ত্রীর রূপ-লাবণ্য ও প্রেমাসক্তিতে পড়ে মায়ের কথা আমি একদম ভুলে যাই। ... ক'দিন পর এক ভীষণ পীড়াদায়ক রোগে আমি আক্রান্ত হই। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আমার মা আমার ব্যাপারে জানতে পেরে হাসপাতালে আমাকে দেখতে আসেন। কিন্তু আমার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে আমার স্ত্রীর সাথে তার সাক্ষাত হয়ে যায়। স্ত্রী মাকে বলে– আপনার সন্তান এখানে নেই। আমার মা কিছু না বলে হাসপাতাল থেকে চলে যান।

কিছুদিন পর আমি সুস্থ হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে রিলিজ দেয়। বাড়ি চলে আসি। কিন্তু ক'দিন পর আমার স্বাস্থ্য পুনরায় খারাপ হয়ে উঠে। আগের রোগটি জটিল আকারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তাই আবারও আমাকে হাসপাতাল নিয়ে আসা হয়। দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির কারণে আমার চাকরি চলে যায়। অনেক টাকা ঋণী হয়ে যাই। সতীর্থরা আমাকে ছেড়ে চলে যায়। কাছের মানুষও আমাকে আর চিনতে চায় না।একদিন আমার স্ত্রী আমাকে এসে বলে– তোমাকে আমার আর ভালো লাগছে না। আমাকে তালাক দিয়ে দাও। এখন তোমার না আছে কোনো চাকরি, না আছে সামাজিক কোনো অবস্থান। সুতরাং তোমার কোনো প্রয়োজন নেই আমার। যুবক আরও বলছে– এটা ছিল আমার জন্য এক কঠিন ধাক্কা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি এরই উপযুক্ত ছিলাম। যেনো সে আমার উদাসচিত্তকে জাগিয়ে দিয়েছে। উঁচু মানের সুন্দরী স্ত্রী হারিয়ে থেমে থেমে আমার কেবল মায়ের কথা মনে পড়তে থাকে। তাই মায়ের সন্ধানে আমি বের হই এবং এক সময় তাঁর দেখা পাই। কিন্তু কখন...? কিছু অনুগ্রহকারী দাক্ষিণ্যে অহর্নিশ কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছেন আমার মা। যখনই আমি মাকে দেখলাম, তৎক্ষণাত তাঁর পায়ে পড়ে গেলাম। অনেকক্ষণ কাঁদলাম। তিনিও আমার সঙ্গে কাঁদলেন। পরে মাকে গাড়িতে বসিয়ে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে বাড়িতে নিয়ে এলাম। যেখান থেকে আমার দুর্ভাগ্যের সময় তাঁকে আমি বের করে দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে কখনো আর মায়ের অবাধ্য হইনি।

এই যুবক আরও বলছে– জীবনের সার্থকতা এখন আমার হাড়ে হাড়ে অনুভব হচ্ছে। জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ মায়ের সাথে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি।

আল্লাহর ওয়াস্তে হাত জোড় করে আপনাকে বলছি– তাওবার দরজা বন্ধ হওয়ার পূর্বে খাঁটি তাওবাহ করে সুপথে ফিরে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।